রত্নাবলী নাটক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

---

৩০ ভাদ্র, ১৩০৭ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

রত্নাবলী নাটিকা।

পাত্রগণ।

পুরুষ-বর্গ।

বৎস	...	কৌশাম্বীর রাজা।
যৌগন্ধরায়ণ	...	বৎস-রাজের অমাত্য।
বসন্তক। (বিদূষক)		রাজার বয়স্য।
বসুভূতি	...	সিংহল-রাজের অমাত্য।
বাভ্রব্য	...	বৎস-রাজের কঞ্চুকী (সিংহল-রাজের নিকট প্রেরিত দূত)
সম্বরণ-সিদ্ধি	...	যাদুকর।
বিজয়-বর্ম্মা	...	বৎস-রাজার সেনাপতি।

স্ত্রী-বর্গ।

বাসবদত্তা	...	বৎস-রাজের মহিষী।
সাগরিকা (রত্নাবলী)		সিংহল-রাজকুমারী।
কাঞ্চনমালা	...	মহিষীর প্রধানা পরিচারিকা।
সুসঙ্গতা	...	সাগরিকার সখী।
নিপুণিকা, মদনিকা, চূত-লতিকা	...	মহিষীর পরিচারিকাগণ।
বসুন্ধরা	...	প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিক্রম-বাহু ... সিংহলের রাজা, রত্নাবলীর পিতা ও বাসবদত্তার মাতুল।

রুমণ্বান ... বৎস-রাজের সেনাপতি।

1010

অনুবাদকের মন্তব্য।

রত্নাবলী-নাটিকা কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের গ্রন্থকার বলেন, ইহা তাঁহার স্বরচিত নহে। কাহারও মতে ইহা ধাবক-কবির রচিত, কাহারও মতে কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্টের রচিত।

শ্রীহর্ষ-দেবের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বলেন, কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ডাক্তার হল্ সাহেব বলেন, শ্রীহর্ষ-দেব খৃষ্টাব্দ ৬১০ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ওএবার এই মতের পক্ষপাতী। এই মতটি গ্রহণ করিলে রত্নাবলী-নাটিকা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দিতে রচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহার এক শতাব্দি পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব-কাল। এই নাটিকায় বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-বিলাস-চিত্রে কতকটা কালীদাসের শকুন্তলার ছায়া উপলব্ধি হয়।

কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ দেবের আর এক নাম, শীলাদিত্য (দ্বিতীয়) ইনি প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর। প্রসিদ্ধ চীন-পর্য্যটক "হুয়েন-ৎসাং" ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষ-দেব সমস্ত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট ছিলেন। খুব সম্ভব, শ্রীহর্ষ-দেবের সভা-কবি রত্নাবলী-রচয়িতা তখনকার রাজ-ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াই বৎস রাজার "দন্ত-তোরণ", "স্ফটিক-মণি-ভবন" প্রভৃতি স্থাপত্য-বৈভবের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নাটিকাটি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, এখন যেরূপ

এখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোলোৎসব হইয়া থাকে, তখন সেইরূপ মদনোৎসব হইত। এবং এখনকার মত তখনও সেই সময়ে "আবীর-খেলা" হইত। প্রভেদ এই, শ্রীকৃষ্ণের পূজা না হইয়া তখন মদন-দেবের পূজা হইত। কোন্ সময় হইতে এদেশে মদনোৎসব রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।

এই নাটিকার পাত্রগণের মধ্যে বৎস-রাজ ও দেবী বাসবদত্তার চরিত্র অতি পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে রাজা বিলাস-পরায়ণ, লঘুচিত্ত ও অন্যাসক্ত; পক্ষান্তরে, রাণী একনিষ্ঠা ব্রতপরায়ণা ও পতিরতা। সর্ব্বাপেক্ষা দেবী বাসবদত্তার চিত্র অতি উৎকৃষ্ট বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ অতি নিপুণ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি তেজস্বিনী, অভিমানিনী, উদ্ধতা; পক্ষান্তরে তেমনি আবার কোমল-হৃদয়া, সুবৎসলা ও উদারভাবাপন্না। বিদূষক বসন্তকের চরিত্রেরও একটু বিশেষত্ব আছে—উহার "ভাড়ামি"র মধ্যেও একটু সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। এই নাটিকাটি কবিত্ব-অংশে উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাটকীয় সংস্থান-গুলি ও ঘটনার পাক-চক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেইজন্য, এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহার ঘটনা-গুলি ঘোরো রকমের এবং ইহার পরিণতি-সাধনে কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। পাত্রগণও সকলেই সাধারণ মনুষ্যের রক্ত-মাংসে গঠিত। আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে, কোন সন্ন্যাসী-দত্ত ঔষধীর দ্বারা নবমল্লিকা অকালে প্রস্ফুটিত করা হয়, এবং একজন

যাদুকর ভোজবাজির সাহায্যে আকাশে দেব-দেবীর নৃত্য ও প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করে। ইহার মধ্যে কোনটাই অলৌকিক কিম্বা অসম্ভব নহে।

"রত্নাবলী" একটি নাটিকা। নাটিকাগুলি চারি অঙ্কে বিভক্ত হইয়া থাকে।

রত্নাবলী নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

নান্দী ।

স্তন-ভারে আনমিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু-আরাধনে,
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাঁহার পরে অনুরাগ-ভরে।
পারবতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু—স্বেদ-বিন্দু ঝরে
লজ্জা-বশে থতমত
পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হতে হইল পতন
সেই শম্ভু তোমাদের করুন রক্ষণ ॥

অপিচ ঃ—

প্রথম সঙ্গম-কালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা লাজে,
সখীজন বলি'-কহি' আনয়ে সম্মুখে।
গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান,
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এহেন পার্ব্বতী তোমা করুন কল্যাণ।

অপিচ ঃ—

ক্রোধোদ্দীপ্ত ত্রিনয়নে করি' দৃষ্টিপাত
নির্ব্বাপিত করিলা ত্রিবহ্নি একসাথ।
ভয়ার্ত্ত যাজকগণ পড়ে ভূমিতলে,
ভূতেরা উষ্ণীষ-বস্ত্র কাড়ি লয় বলে।
স্তুতি করে দক্ষ—পত্নী করেন ক্রন্দন,
দেবগণ ভয়ে সবে করে পলায়ন।
হাসিতে হাসিতে শিব দেবীর সকাশ
দক্ষ যজ্ঞনাশ-কথা করেন প্রকাশ।
—রক্ষুণ এহেন শিব নাশি' ভয়ত্রাস ॥

অপিচ ঃ—

চন্দ্রের হউক জয়, প্রণমিগো সুরগণ-পদে,
দ্বিজোত্তম যেন সবে লোকযাত্রা করে নিরাপদে।

পৃথিবী হয় গো যেন
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, শস্যে ফলবতী।
শশাঙ্ক-সুন্দর-তনু
নরেন্দ্র-চন্দ্রের তাপ ভুঞ্জে বসুমতী॥

নান্দীর পর।

সূত্রধর।—অতি-প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। অদ্য এই বসন্তোৎসবে, বহুমান-সহকারে আহূত হয়ে, শ্রীহর্ষদেবের যে সকল পাদ-পদ্মোপজীবী রাজগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা আমাকে এই কথা বল্‌চেন; "আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব কর্তৃক অপূর্ব্ব আখ্যানে অলঙ্কৃত যে রত্নাবলী নাটিকা রচিত হয়েছে, তার কথা আমরা শ্রবণ-পরম্পরায় শ্রুত আছি, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব সর্ব্বজন-হৃদয়ানন্দ সেই রাজার প্রতি সম্মান এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নাটিকাটি আপনারা যথাবৎ অভিনয় করুন"। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এসো, আমরা তবে এখন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করি। (সভা অবলোকন করিয়া) এই যে! বেশ বোধ হচ্চে, সভাস্থ সমস্ত লোকের মন এখন বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি,
পরিষৎ গুণগ্রাহী, বৎস-রাজ-চরিত সুন্দর।
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে,
সুচারু আখ্যান-বস্তু, গুনীগণ সবে একত্তর,
লভিতে বাঞ্ছিত ফল এই তো গো পূর্ণ অবসর॥

এখন তবে গৃহে যাই এবং গৃহিণীকে আহ্বান করে’ সঙ্গীতাদি আরম্ভ করে’দি (পরিক্রমণ করত নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) বলি ও গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

নটীর প্রবেশ।

নটী।—এই যে আমি এসেছি। কি করতে হবে আজ্ঞা কর।

সূত্র।—দেখ, রাজারা “রত্নাবলী” দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়েছেন। অতএব তোমরা সবাই বেশ-ভূষা পরিধান করে’ এসো।

নটী।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিরা উদ্বেগ-সহকারে) তুমি তো এখন নিশ্চিন্ত আছ, তুমি কেন অভিনয় কর না। আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে একটি মাত্র দুহিতা। তাতে আবার কোন্ দেশান্তর-বাসীকে কন্যাদান করবে বলে’ তুমি বাক্‌দত্ত হয়েছ। এরূপ দূর-দেশস্থ পাত্রের সহিত কি করে’ তার পাণিগ্রহণ হবে, এই চিন্তাতে আমার মনে একটুকুও স্ফূর্ত্তি নেই—তবে এখন কি করে’ অভিনয় করি বল দিকি?

সূত্র।—দেখ:—

থাকে যদি দ্বীপান্তরে
সাগরের মধ্যে কিম্বা দিগন্ত-সীমায়,
বিধি হলে অনুকূল
যেথায় থাক্ না, আনি মিলন ঘটায়॥

নেপথ্যে।

সাধু, ভরত-শিষ্য সাধু! তাই বটে—তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠ করণ)।

সূত্র।—(কর্ণপাত করত নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) বলি ও ঠাক্রুণ! তবে আর বিলম্ব করচ কেন? ঐ দেখ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে। এসো তবে, আমরাও পরবর্ত্তী ভূমিকাগুলির জন্য সজ্জিত হইগে।
(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

বিষ্কম্ভক।

(সহর্ষে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—তাই বটে। তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠ করিয়া) তা নইলেঃ—একজন সিদ্ধ-পুরুষের কথায় বিশ্বাস করে', যে সিংহলেশ্বর-দুহিতার হস্ত প্রার্থনা করা হয়েছিল, সেই কন্যাটি ভগ্নপোত হয়ে সমুদ্রে জল-মগ্ন হয়েও কি করে' একটা ফলকের আশ্রয় পেলেন বল দিকি? আর, কৌশাম্বী দেশের বণিক, সিংহল হতে ফিরে আসবার সময় কি করেইবা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন?—আর, রত্নমালা-চিহ্ন দেখে চিন্‌তে পেরে কি করেই বা তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন? (সহর্ষে) এতে সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের প্রভুর সৌভাগ্য সূচিত হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) আমিও তাঁকে সগৌরবে দেবীর হস্তে সমর্পণ করে' ভালই করেছি। আবার, এ কথাও

শুনলেম, আমাদের "বাভ্রব্য" কঞ্চুকী নাকি সিংহলেশ্বরের অমাত্য বসুভূতির সহিত কোন প্রকারে প্রাণে-প্রাণে সমুদ্র-তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর, সেই সময়ে কৌশল-রাজ্য জয়ের জন্য সেনাপতি রুমণ্বান্ যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও নাকি তাঁদের দেখা হয়। তা, প্রভুর এই কার্য্যটিতো প্রায় এক রকম নিষ্পন্ন করেছি, তবু যেন আমার মন সন্তুষ্ট হচ্চে না। ওঃ! ভৃত্য-ভাবের অশেষ কষ্ট!

প্রভুর উন্নতি-আশে
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে এ কার্য্যেতে হইয়াছি ব্রতী।
দৈব-ও সহায় এবে,
অভ্রান্ত সিদ্ধের কথা, প্রভু-ভয়ে তবু ভীত অতি ॥

নেপথ্যে কলরব।

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে, মৃদুমধুর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে পুরবাসীদের সঙ্গীত-ধ্বনি শোনা যাচ্চে। তাই বুঝি, এই মদন-মহোৎসবে, পৌরজনের আমোদ-প্রমোদ দেখ্‌বার জন্য রাজা প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন? এই যে, প্রভু প্রাসাদের উপরে উঠেছেন দেখ্‌চি।

ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধালাপে
পৌরজন-চিত্তবাসী সুবৎসল বৎস-দেশ-নাথ
দেখিতে নিজ উৎসব
সাক্ষাৎ কন্দর্প যেন সমুদিত বসন্তক-সাথ ॥

এখন তবে গৃহে গিয়ে আরব্ধ কার্য্যটা কিরূপে শেষ করা যায় তার চিন্তা করিগে। (প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

বসন্তোৎসব-বেশধারী রাজা ও বিদূষক প্রাসাদোপরি আসীন।

রাজা।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) সখা বসন্তক!

বিদূ।—আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা।—

জিত-শত্রু রাজ্য এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার,
সম্যক্-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব্ব-অত্যাচার।
প্রদ্যোৎ-তনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো
প্রিয় সখা বসন্ত সমানি।
করুন সে কামদেব
নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব,
এ তাঁর উৎসব নহে
—আমারি এ মহান্ উৎসব॥

বিদূ।—(সহর্ষে) মহারাজ! তা নয়। আপনি যে উৎসবের কথা বল্‌চেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব। সে কথা থাক্। এখন ঐদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন দিকি মহারাজঃ—পৌরজনেরা কেমন মধুপানে মত্ত হয়ে, কামিনীজনের স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠলগ্ন হয়ে, পিচ্‌কারি-দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল-প্রহার

করচে—আর, নৃত্য করতে করতে চারিদিকে ঘোরতর গর্জ্জন করচে। মাদলের উদ্দাম বাদ্য-নিনাদে রথ্যা-মুখ মুখরিত—বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন—এই সমস্ত মিলে মদনোৎসবের কেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে আহা যেন অরুণ উদয়,
কুঙ্কুমের-চূর্ণে দেখ পীতবর্ণ চারিদিকময়।
স্বর্ণ-আভরণ-আভা "কিঙ্কিরাত"-পুষ্প ফুটে কত,
গুচ্ছ-গুচ্ছ-পুষ্প-ভারে তরু-শির কিবা অবনত।
বেশ দেখি হয় মনে
কুবের-ভাণ্ডার যেন মানে পরাজয়।
জন-পরিচ্ছদ সব
খচিত কাঞ্চন-দ্রবে পীতবর্ণময়।
—কৌশাম্বে অপূর্ব্ব হেন শোভার উদয়॥

অপিচ:—

ধারা-যন্ত্র হতে মুক্ত
সমুদায় জলরাশি চারিধার করয়ে প্লাবন,
খেলিতে আবীর-খেলা
পদ-বিমর্দ্দনে সদ্য কর্দ্দমিত গৃহের প্রাঙ্গন।
উদ্দাম প্রমদা যত
তাদের কপাল বাহি' পড়ে ঝরি সিন্দুরের জল,
তাহে পদ হয়ে সিক্ত
সিন্দুর করিয়া তোলে সমুদয় কুট্টিমের তল॥

বিদূ।—(দেখিয়া) আবার ঐ দেখুন মহারাজ, রসিক নাগরেরা

বারবিলাসিনীদের গায়ে পিচ্‌কারি করে' জল দিচ্চে, আর ওরা অমনি শীৎকার শব্দ করে' কত রকম অঙ্গভঙ্গি করচে।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই তো—তুমি তো ঠিক্ লক্ষ্য করেছ।

বিকীর্ণ আবীর-জালে
চারিদিক ঘন অন্ধকার,
মণিময়-ভূষণের
মণি হতে রশ্মির বিস্তার।
এই ধারা-যন্ত্রগুলি
বিস্তারিত ফণার আকৃতি
—পাতাল-ভুজঙ্গলোক
মনে করি' দেয় যেন স্মৃতি॥

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ! মদনিকা ও চূত-কলিকা মদন-বসন্তের ভাব প্রকাশ করে' কেমন নাচ্‌তে নাচ্‌তে এই দিকে আস্‌চে॥

গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে দুইজন
দাসীর প্রবেশ।

মদনিকা।—(গান করণ।)

মানিনী মানের খিল ঈষৎ করি' শিথিল,
ফুটায়ে অযুত চূত—মদনের প্রিয় দূত,
বহে কিবা দক্ষিণ পবন।

ছুটে বকুল-সৌরভ, চাহে তরুণী বল্লভ,
চেয়ে চেয়ে পথ তার না পারি থাকিতে আর
ভ্রমে শেষে বন-উপবন।

প্রথমেতে ঋতুমধু জন-চিত্ত করে মৃদু,
পশ্চাৎ কুসুম-শর বুঝি দিব্য অবসর
ফুল-বাণে বেঁধে প্রাণ-মন॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহোহো! এদের নৃত্যগীত বড়ই মধুর!

স্তনভরে ক্ষীণ-মধ্য
ভাঙ্গে বুঝি—তাহে নাহি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করি'
উন্মত্ত হইয়া নাচে
—পুষ্পদাম-শোভা ত্যজি' এলাইয়া পড়য়ে কবরী।
চরণে নূপুর ওই
দ্বিগুণ দিগুণতর ফুকারিয়া করিছে ক্রন্দন।
অঙ্গের স্পন্দন-ভরে
কণ্ঠহার অবিরত বক্ষদেশ করিছে তাড়ন॥

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখুন মহারাজ, আমিও ঐ কোমর-বাঁধা মেয়ে-গুলর মধ্যে গিয়ে নৃত্য-গীত করে' মদনোৎসবের মান রক্ষা করি।

রাজা।—(সস্মিত) হাঁ তাই কর সখা।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (উঠিয়া নর্ত্তকীদ্বয়ের মধ্যে গিয়া নৃত্য)

ও গো মদনিকে, ওগো চূতলতিকে, আমাকে এই "চচ্চরী" গীতটি শিখিয়ে দেও না।

মদ।—(হাসিয়া) আরে মুখ্‌খু, এতো "চচ্চরী" গীত নয়।

বিদূ।—তবে এটা কি ?

মদ।—আরে মুখ্‌খু, একে বলে "দ্বিপদীখণ্ড !"

বিদূ।—(সহর্ষে) বেশ বেশ ! যে চিনির খণ্ডে মোয়া কিম্বা নাড়ু তৈরি হয় তাই তো ?

মদ।—(হাসিয়া) আরে না মুখ্‌খু, এতে মোয়াও হয় না—নাড়ুও হয় না।

বিদূ।—(সবিষাদে) ওতে যদি মোয়াও না হয়, নাড়ুও না হয়, তবে ওতে আমার কাজ কি—আমি বরং তার চেয়ে রাজার কাছে যাই। (তথা করণ)

উভয়।—(টানাটানি)

বিদূ।—(টানাটানি)

উভয়।—(হাত ধরিয়া) আরে অপ্পেয়ে ! নৃত্য-গীত না করে' যাচ্চিস্ কোথা ? (বিবিধ প্রকারে তাড়না)

বিদূ।—(হাত ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া রাজার নিকট আগমন) মহারাজ ! আজ খুব নাচন নেচে এসেছি যাহোক্।

রাজা।—নৃত্য-গীত হল সখা ?

বিদূ।—নৃত্য-গীত ? বাবারে ! যে টানাটানি, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের !

চূত।—দেখ মদনিকে, আজ অনেকক্ষণ ধরে' নাচ-গান করা গেছে, এখন, দেবী মহারাজকে যে কথা বল্‌তে বলেছেন, এসো আমরা এই বেলা তাঁকে সেই কথাটা বলি গিয়ে।

মদ।—চূতকলিকে, ঠিক্ মনে করে' দিয়েছ, চল যাওয়া যাক্।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে এই আজ্ঞা করেছেন—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে) নানা—এই নিবেদন করেছেন—

রাজা।—(হাসিয়া সাদরে) মদনিকে! "দেবী আজ্ঞা করেছেন" এই কথাটি বড় মিষ্টি—বিশেষত আজকের এই মদনোৎসবের দিনে।

বিদূ।—আরে বেটি বল্‌না—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন।

দাসীদ্বয়।—দেবী এই কথা বল্লেন যে "মদনোদ্যানে রক্ত-অশোকের তলায় যে মদন-দেবের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আজ আমি সেখানে গিয়ে তাঁর পূজা-অর্চ্চনা করব, মহারাজও যেন সেইখানে উপস্থিত থাকেন।"

রাজা।—বয়স্য, কি আর বল্‌ব—এ যে দেখ্‌চি এক উৎসবের পর আর এক উৎসব উপস্থিত!

বিদূ।—তবে চলুন মহারাজ, সেইখানেই যাওয়া যাক্—তাহলে এই ব্রাহ্মণসন্তানও কিঞ্চিৎ স্বস্তিবাচনের ভাগ পায়।

রাজা।—দেবীকে বলগে, আমি এখনি মদনোদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হচ্চি।

দাসীদ্বয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

রাজা।—এসো বয়স্য—আমরা নীচে নেবে যাই।

(উভয়ের প্রাসাদ হইতে অবতরণ।)

রাজা।—বয়স্য! মদনোদ্যানের পথটা দেখিয়ে দেও।

বিদূ।—এইদিক্ দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মদনোত্থান—আসুন আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (সবিস্ময়ে) দেখুন মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন মদনোত্থান, মলয়-মারুত-আন্দোলিত মুকুলিত সহকার-মঞ্জরীর পরাগ-জালে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করে রেখেছে; আর, মত্ত মধুকর-নিকরের মধুর ঝঙ্কারের সহিত কোকিলের ললিত আলাপ মিলিত হয়ে, কি অপূর্ব্ব সুখাবহ সঙ্গীতই উচ্ছ্বসিত হচ্চে!

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা! মদনোদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা!—

পল্লব প্রবাল-কান্তি
আহা কিবা তাম্ররুচি করয়ে ধারণ,
শাখা-পরে অলি-বৃন্দ
মধুর অস্ফুট রবে করয়ে গুঞ্জন।
বিচলিত শাখা সবে
ঘুর্ণিত-মস্তকে দোলে মলয়-আহত,
মধুকালোচিত মধু
পান করি' মত্ত যেন বন-তরু যত॥

অপিচ:—

বকুলের পাদমূল
তরুণীর মুখ-মদ্যে হয় গো সিঞ্চিত,
বকুল-কুসুম-বৃষ্টি
সেই গন্ধে তাই বুঝি হয় সুরভিত।
তরুণীর মুখশশি
মধুপানে ঈষৎ অরুণ,

বহুদিন পরে আজি
ফুটাইল চম্পক কুসুম।
তরুণীর পদাঘাতে
অশোকের মূলে হয় নূপুর-ঝঙ্কার
অলিকুল করে গান
করি অনুকরণ সে শবদ তাহার॥

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) দেখুন মহারাজ! এ নূপুর-ধ্বনি মধুকর-দের অনুকরণ নয়—এ দেবীর সহচরীদের প্রকৃত নূপুর-ধ্বনি।

রাজা।—বয়স্য! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ।

রাজ-বিভবোচিত পরিজন-পরিবৃত হইয়া বাসব-দত্তার, কাঞ্চনমালার ও পূজোপকরণ হস্তে সাগরিকার প্রবেশ।

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা! মদনোদ্যানের পথটা আমাকে দেখিয়ে দেতো।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে।

বাস।—(পরিক্রমণ করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, যেখানে ভগবান মদনদেবের পূজা করতে হবে সেই রক্ত-অশোক গাছটা এখান থেকে কতদূর?

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ আমরা তার খুব নিকটে এসেছি। ঐ দেখ্ছেন না, আপনার সেই মাধবীলতাটি যাতে রাতদিনই কত ফুল ফুটে থাকে, আর ঐ নবমল্লিকা লতা যার ফুল অকালে ফুটবে বোলে

মহারাজ প্রতিদিন কত যত্ন করেন—ঐচুটি ছাড়ালেই সেই অশোকগাছটি দেখা যাবে—ঐ দেখুন এইবার দেখা যাচ্চে।

বাস।—তবে আয়, আমরা শীঘ্র ঐখানেই যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে আস্থন দেবি!

(সকলের পরিক্রমণ)

বাস।—এই তো সেই রক্তাশোক গাছ, এইখানে আজ আমার পূজা করতে হবে। দ্যাখ্ কাঞ্চনমালা, পূজার সামগ্রীগুলি তবে এইখানে নিয়ে আয়।

সাগ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) দেবি! এই দেখুন সব আয়োজন প্রস্তুত।

বাস।–(সাগরিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই দাসীটা একটা আপদ হয়েছে। ও যাতে ওঁর চখে না পড়ে তার জন্য ওকে এত করে লুকিয়ে রাখি—আর ঐ কি না আজ ওঁর চোখের সাম্‌নে এসে পড়ল। আচ্ছা, এই রকম করে ওকে বলি। (প্রকাশ্যে) ও লো সাগরিকা! আজ লোক জন সবাই মদন মহোৎসবে ব্যস্ত, তুই কেন বল দেখি সারিকাটিকে ছেড়ে এখানে চলে এলি?—পূজার সমস্ত সামগ্রী কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে তুই শীঘ্র ফিরে যা।

সাগ।—যে আজ্ঞা দেবি। (কিয়ৎ পদ যাইয়া স্বগত) আমি তো সারিকাটিকে সুসঙ্গতার হাতে রেখে এসেছি। এখন আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে কচ্চে—পিতার অন্তঃপুরে ভগবান অনঙ্গদেবের যে রকম পূজা-অর্চ্চনা হয়, এখানেও সেই রকমটি হয় কি না—আড়াল থেকে এই সমস্ত আমার দেখ্‌তে হবে।

যতক্ষণ না পূজার সময় হয়, ততক্ষণ আমিও ভগবান মদন-দেবের পূজার জন্য ফুল তুলি।

(পরিক্রমণ করত অবলোকন ও কুসুম চয়ন)

বাস।—কাঞ্চনমালা! এই অশোক-তলায় ভগবান মদনদেবের প্রতিষ্ঠা কর্ দিকি।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (তথা করণ)

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, যখন নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে অশোক-তলায় দেবী এসেছেন।

রাজা।–বয়স্য! ঠিক্ ঠাউরেছ। দেখ দেবী আজ কেমন :—

কুসুম-কোমলা-মূর্ত্তি,
ক্ষীণতর মধ্যদেশ ব্রত-উপবাসে,
শোভে ধনুর্যষ্টি-সম
—যাহা ওই আছে হোথা মদনের পাশে॥

এসো তবে আমরা ওঁর নিকটে এগিয়ে যাই।

রাজা।–(নিকটে অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে বাসবদত্তে!

বাস।–(দেখিয়া) এই যে মহারাজ তুমি! জয় হোক্!
আসন গ্রহণ করে' এই স্থানটি একবার অলঙ্কৃত কর দিকি এসো, এই আসনটিতে বোসো।

রাজা।–(উপবেশন)

কাঞ্চ।—ঠাকরণ! এইবার কুসুম কুঙ্কুম চন্দনাদি দিয়ে রক্তাশোক গাছটিকে স্বহস্তে সাজিয়ে ভগবান মদনদেবের পূজা আরম্ভ করুন।

বাস।—পূজার সামগ্রীগুলি নিয়ে আয় দিকি।

কাঞ্চ।—(সামগ্রী আনয়ন)

বাস।—(তথা করণ)

রাজা।—প্রিয়ে বাসবদত্তে !

সদ্যঃস্নানে পূত-কান্তি,
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত-রাগে সমুজ্জ্বল সুচারু বসন
—পূজিছ মদনে তুমি ;
নব-কিশলয়-শোভী তরু-হ'তে লতাটি যেমন
হইয়া উদ্ভব শোভে,
তেমতি অতুল শোভা প্রিয়ে আজি করেছ ধারণ ॥

অপিচ :—

মদনের পূজা-তরে
পরশিছ অশোকেরে প্রিয়ে ওই চারু হস্তে তব
—মনে হয় আহা যেন
তরু হতে উদ্‌ভিন্ন মৃদুতর অপর পল্লব ॥

অপিচ :—

অনঙ্গ অনঙ্গ বলি'
নিশ্চয় সে মনে মনে নিন্দে আপনায়,
কেন না, এখন আর
ও-হস্ত-পরশ-সুখ পাইবে না হায় ॥

কাঞ্চ।—ঠাকুরণ, ভগবান মদনদেবের পূজা তো হয়ে গেল, এইবার মহারাজের রীতিমত পূজা-সৎকার আরম্ভ করুন।

বাস।—আচ্ছা, পূজার কুসুম চন্দনাদি এইখানে তবে নিয়ে আয়।

কাঞ্চ।—দেবি, এই দেখুন, সমস্ত প্রস্তুত।

বাস্।—(রাজাকে পূজা করণ)

সাগ।—(কুসুম-হস্তে স্বগত) হায় হায়! ফুল তোল্‌বার লোভে আমার বড় বিলম্ব হয়ে গেল—এখন এই সিন্ধুবার গাছের আড়াল থেকে দেখা যাক্। (দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্পদেব—এমন রূপ তো আমি কখনও দেখিনি। আমাদের পিতার অন্তঃপুরে শুধু চিত্রিত মদনের পূজা হয়—আজ আমি মদনকে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আমিও তবে এইখান থেকে এই ফুলগুলি দিয়ে ভগবান মদনদেবের পূজা করি। (পুষ্প নিক্ষেপ) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে প্রণাম। আজ যেন তোমার এই দর্শন শুভ-দর্শন হয়—আজ যেন এই দর্শন অব্যর্থ হয়—আহা! আজ যা দেখ্‌বার তা দেখ্‌লেম। (প্রণাম করণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! একবার দেখেও আশ মিট্‌চে না—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচে। এখন যাতে আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায় এই ভাবে এখান থেকে চলে যেতে হবে। (কতিপয় পদ গমন)

কাঞ্চ।—(বিদূষকের প্রতি) ঠাকুর আপনিও আসুন—আপনিও স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(সম্মুখে অগ্রসর)

বাস।—(কুসুম চন্দনাদি দান করিয়া) ঠাকুর! এই স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন। (অর্পণ)

বিদূ।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্!

(নেপথ্যে বৈতালিকের পঠন)

আকাশের পর-পারে
যায় রবি অস্তাচলে নিঃক্ষেপিয়া সমস্ত কিরণ।
সন্ধ্যা-সমাগমে এবে,
ওই দেখ সমাগত সভাস্থলে যত নৃপজন।
পদ্মদ্যুতি-অপহারী
চরণ করিতে সেবা, সাধিতে চরম নেত্র-সুখ
—উদয়ন-চন্দ্রোদয়
দেখিবারে চেয়ে আছে নৃপজন হয়ে ঊর্দ্ধমুখ॥

সাগ।—(শুনিয়া,সহর্ষে ফিরিয়া আসিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া স্বগত) কি?—ইনিই সেই রাজা উদয়ন, পিতা যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! ওঁকে দর্শন করে অবধি, দাসী-কার্য্যে রত আমার এই হীন শরীরও যেন এখন গৌরবের বস্তু বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা হয়ে গেছে, উৎসবের আমোদে মত্ত হয়ে তা আমরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। দেবি ঐ দেখঃ—

রমণীর পাণ্ডু মুখে
যথা তার হৃদিস্থিত প্রিয়জন হয় অনুমিত,
সেইরূপ পূর্ব্বদিক্
উদয়-গিরিতে-ঢাকা নিশানাথে করিছে সূচিত॥

দেবি! এখন তবে ওঠো—গৃহে যাওয়া যাক্।

(উত্থান করিয়া সকলের পরিক্রমণ।)

সাগ।—কি! দেবী চলে গেলেন? এই বেলা আমিও তবে শীঘ্র যাই। (রাজাকে সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা আমার অদৃষ্ট! প্রিয়তমকে আরও খানিকক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম না?

(প্রস্থান।)

রাজা।—(পরিক্রমণ করত)

দেবি! দেখ দেখ—

শশি-শোভা-তিরস্কারী

হেরি' তব মুখপদ্ম, সহসা মলিনা সরোজিনী।

লজ্জায় মুকুল-লীনা

ভৃঙ্গাঙ্গনা, বারাঙ্গনা সখীদের গীতধ্বনি শুনি'॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদের উদ্যান।

সারিকা-পিঞ্জর-হস্তে ব্যতিব্যস্তা সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—আঃ! আমার হাতে সারিকাটি ফেলে দিয়ে প্রিয়সখী সাগরিকা না জানি কোথায় গেল।

(অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, নিপুণিকা এই দিকে আস্‌চে, ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।—(স্বগত) আমি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছি, এইবার দেবীকে সেই কথা নিবেদন করি গে।

(পরিক্রমণ)

সুসং।—সখি নিপুণিকে! যেন কিসের বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে আমাকে না দেখেই আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্চ—কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

নিপু।—এ কি! সুসঙ্গতা যে! সখি তুমি ঠিক্‌ই ঠাউরেছ। আমার বিস্ময়ের কারণটা কি শোনো বলি। আজ শ্রীপর্ব্বত হতে শ্রীখণ্ড দাস নামে একজন সন্যাসী-পুরুষ এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে মহারাজ অকালে ফুল ফোটাবার একটা দ্রব্যগুণ

শিখে নিয়েছেন। আর আজি নাকি সেই দ্রব্যটি দিয়ে তাঁর পালিত নব মল্লিকাটিকে একেবারে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেবেন। এই বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি ?

সুসং।—প্রিয়সখী সাগরিকাকে খুঁজ্‌তে।

নিপু।—সখি আমি দেখলেম, সাগরিকা চিত্রফলক ও রঙের পেট্‌রা নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কদলীবনের মধ্যে প্রবেশ করচে। তুমি সখি সেইখানে তবে যাও। আমি ঠাকরুণের ওখানে চল্লেম।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কদলী-কুঞ্জ।

চিত্রোপকরণ হস্তে প্রেমাসক্তা সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—হৃদয়! শান্ত হ! শান্ত হ! দুর্লভ জনকে কেন এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ?—কেন তোর এ বৃথা পণ্ডশ্রম ? তা ছাড়া, যাকে দেখে তোর এরূপ সন্তাপ উপস্থিত, তাকেই তুই আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচিস্‌ ?—এ তোর কিরূপ মূঢ়তা বল্‌ দেখি ? ওরে নিষ্ঠুর হৃদয়! যে আজন্ম তোর সঙ্গে একত্র বর্দ্ধিত তাকে ছেড়ে তুই কি না আজ এক জন অপরিচিত ব্যক্তিতে আসক্ত হলি—তোর কি লজ্জা হয় না ? অথবা তোর কি দোষ, অনঙ্গের শরাঘাত-ভয়েই তুই বুঝি এইরূপ করচিস্‌ ?—আচ্ছা, তবে আমি অনঙ্গ-দেবকেই ভর্ৎসনা করি।

(সাশ্রু-লোচনে, কৃতাঞ্জলি-হস্তে, নতজানু হইয়া) ভগবান কুসুমায়ুধ ! সমস্ত সুরাসুরকে জয় করে' শেষে কিনা তুমি এক· জন অবলা রমণীকে বাণ-প্রহার করতে উদ্যত হলে—এতে কি তোমার লজ্জা হয় না ? (চিন্তা করিয়া) হা ! এ হতভাগিনীর নিশ্চয়ই মরণ উপস্থিত—আর, তারই দেখ্‌চি এই অশুভ সূচনা। (চিত্র-ফলক অবলোকন করিয়া) তা, যতক্ষণ না কেউ এখানে আসে ততক্ষণ প্রিয়তমকে চিত্রে দর্শন করে' মনের সাধ মেটাই (স্তম্ভিত ভাবে, একমনা হইয়া, ফলক গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস ত্যাগ) তাঁর দর্শনের আর তো কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার হাত যে থর্‌থর্ করে' কাঁপচে। যাই হোক্, এখন কোন প্রকারে তাঁর চিত্রটি এঁকে তাঁকে দর্শন করি। (চিত্র করণ)

সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—এই তো কদলী·কুঞ্জ, এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়-সখী সাগরিকা।—খুব আগ্রহের সহিত এক-মনে কি-একটা লিখ্‌চে, আমাকে চখে দেখ্‌তেও পাচ্চে না। আচ্ছা, ও আমাকে না দেখ্‌তে পায়, এম্‌নি ভাবে আড়াল থেকে দেখি কি লিখ্‌ছে। (আস্তে আস্তে পৃষ্ঠের পশ্চাতে গমন ও দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) বাঃ! এ যে মহারাজের চিত্র দেখ্‌চি। বাঃ সাগরিকা বেশ! তাও বলি, কমল-সরোবর ছেড়ে রাজ·হংসীর কি আর কোথাও ভাল লাগে ?

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) চিত্রটি তো আঁক্‌লেম, কিন্তু চখের জলে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

(মুখ উঠাইয়া অশ্রু নিবারণ করিতে করিতে সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া ওড়নার মধ্যে চিত্র লুকাইয়া সস্মিত ভাবে) এ কি! প্রিয়সখি সুসঙ্গতা যে!

(উঠিয়া হস্ত ধারণ করত) সখি সুসঙ্গতে, এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন করিয়া চিত্রফলকটি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দর্শন) সখি, এ কাকে তুমি এঁকেচ বল দিকি?

সাগ।—(সলজ্জ) এটি সেই মদনোৎসবের ভগবান অনঙ্গদেবের চিত্র!

সুসং।—(সস্মিত) বাঃ! সখি তোমার কি গুণপনা! কিন্তু এই চিত্রটি কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বলে' মনে হচ্চে। আচ্ছা দেখ, আমি এর পাশে রতির ছবি এঁকে রতিপতির সঙ্গে রতির মিলন ঘটিয়ে দি। (রং লইয়া রতিচ্ছলে সাগরিকার চিত্র রচনা)

সাগ।—(দেখিয়া সরোষে) সখি, আমাকে কেন তুমি এখানে আঁক্‌লে?

সুসং।—(হাসিয়া) কেন অকারণে রাগ করচ সখি? তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেছি। ওছাড়া তোমার মনে যদি আর কিছু থাকে, তবে ও সব কথা রেখে দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বল।

সাগ।—(সলজ্জা স্বগত) প্রিয়সখী দেখ্‌চি সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি আমার বড় লজ্জা করচে, দেখো যেন আর কেউ না টের পায়।

সুসং।—সখি লজ্জা কোরো না, এইরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক। তা, যাতে আর কেউ না এ কথা টের পায় তা আমি কর্‌ব। তবে, এই মেধাবী

সারিকাটির দ্বারা প্রকাশ হলেও হতে পারে। আমাদের মধ্যে যে কথা হল—তার অক্ষরগুলি শিখে' পাছে সে অন্যের সামনে আওড়ায়, সেই এক ভয়।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখি! আমারও সেই ভাবনা।

(মদনাবস্থার ভাবভঙ্গী প্রকাশ)

সুসং।—(সাগরিকার বক্ষে হস্ত দিয়া) সখি ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—আমি ঐ দিঘি হতে পদ্মপত্র মৃণাল প্রভৃতি এখনি নিয়ে আস্‌চি। (প্রস্থান করত পুনঃ প্রবেশ এবং পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করিয়া অবশিষ্ট পদ্মপত্র সাগরিকার বক্ষ-দেশে নিঃক্ষেপ)

সাগ।—সখি, এই পদ্মপত্র ও মৃণাল-বলয়গুলি এখান থেকে নিয়ে যাও, ওতে আমার কি হবে?—কেন তুমি বৃথা কষ্ট কচ্চ বল দিকি? শোনো বলি, আমার—

বাসনা দুর্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ॥

(মূর্চ্ছা)

সুসং।—(সকরুণ ভাবে) প্রিয়সখি সাগরিকা, ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর।

নেপথ্যে।

সোনার শিকল ছিঁড়ি,
বাকি টুকুরাটি তার গলায় করিয়া
পোষা বানরটা ওই
অশ্বশালা হতে দেখ পলায় ছুটিয়া।

হেলায় যাইছে চলি
আওটা-ঘুঙ্গুরগুলি বাজে তার পায়।
ভয়াকুলা নারীগণ,
অশ্বপাল পথে আসি' পিছে পিছে ধায়।
বানরটা খেয়ে তাড়া
ভয়ে ভয়ে দেখ অবশেষে
লঙ্ঘিয়া দুয়ার সব
নৃপের মন্দিরে আসি' পশে॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার)

অন্তঃপুরে ক্লীবগণ
যাদের গণেনা কেহ মনুষ্য বলিয়া
পলায় প্রাণের ভয়ে
না মানি শরম-লজ্জা উলঙ্গ হইয়া।
বামন সে ভয়ত্রাসে
কঞ্চুকী-কঞ্চুক-মাঝে প্রবেশি লুকায়,
কিরাত সীমান্তবাসী
স্বনাম সার্থক করি' তারাও পলায়।
কুব্জগণ নীচু হয়ে গুড়ি-গুড়ি যায়
চোখে পড়ে পাছে তার—এই আশঙ্কায়॥

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া, সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া, সাগরিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক) সখি ওঠো ওঠো, ঐ দেখ, দুষ্ট বানরটা এই দিকে আস্‌চে।

সাগ।—এখন তবে কি করা যায়?

সুসং।—এস আমরা ঐ তমাল-কুঞ্জের অন্ধকারে প্রবেশ করি—যতক্ষণ না বানরটা চলে যায় ততক্ষণ আমরা ঐখানেই থাকি।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া সভয়ে দেখিতে দেখিতে একান্তে অবস্থান)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

সাগ।—সুসঙ্গতা, তুমি চিত্রফলকটা ফেলে এলে?—যদি কেউ দেখ্‌তে পায়।

সুসং।—আর এখন চিত্রফলক নিয়ে কি করবে?—ঐ দেখ, সেই "দধি-ভক্ত-লম্পট" নামে বানরটা এইমাত্র খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে গেল, আর আমাদের "মেধাবিনী"-সারিকাটিও দেখ ঐ দিকে উড়ে যাচ্চে। এসো আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে গিয়ে পাখিটাকে ধরিগে। ও যেরূপ অক্ষর কণ্ঠস্থ করতে পারে, তাতে কি জানি যদি আমাদের কথাবার্ত্তা কারও সামনে বলে ফ্যালে।

সাগ।—হাঁ সখি, চল যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।

হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সাগ—(দেখিয়া) সেই দুষ্ট বানরটা আবার বুঝি এই দিকে আস্‌চে।

সুসং।—(দেখিয়া হাস্য করত) সখি ভয় নেই, ও মহারাজার সহচর বসন্তক ঠাকুর।

বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস-সন্ন্যাসী, সাবাস্!

সাগ ।—(সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া) সখি সুসঙ্গতে, ইনি দেখ্‌বার যোগ্য পুরুষ বটে ।

সুসং ।—ওঁকে দেখে এখন কি হবে । সারিকাটা পালিয়ে গেছে, এখন তাকে ধর্‌তে যাওয়া যাক্ চল ।

বস ।—সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস সন্ন্যাসী, সাবাস্ বলি তোরে ! সেই দ্রব্য দেবামাত্রই নবমল্লিকাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে —আহা কি শোভাই হয়েছে—দেখে মনে হয় যেন দেবীর পালিত মাধবীলতাটিকে উপহাস করচে । এখন তবে মহা-রাজের কাছে গিয়ে এই সংবাদটা দি । (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ হর্ষোৎফুল্ললোচনে এই দিকেই আস্‌চেন । এমনি ওঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে যদিও এখনও নবমল্লিকা লতাটিকে দেখেন নি, তবু ওর ফুল-ফোটা' যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করচেন । এখন তবে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই । (নির্গত হইয়া রাজার অভিমুখে গমন)

পূর্ব্বোক্তভাবে রাজার প্রবেশ ।

দৃশ্য ।—উদ্যানের অপর অংশ ।

রাজা ।—(সহর্ষে)

প্রেমাসক্তা নারীসম
উদ্যানের চারুলতা সে নব-মল্লিকা
উদ্দাম প্রাচুর্য্য-ভরে
প্রস্ফুটিত এবে তার যৌবন-কলিকা ।
পাণ্ডুর বদন-কান্তি,
আধো-ফোটা পুষ্প-মুখে বিষাদ-জৃম্ভন,

সৌরভ-নিঃশ্বাস ছাড়ি
হৃদয়-বেদনা সদা করে নিবেদন।
এ হেন লতায় হেরি' সপত্নী ভাবিয়া
নিশ্চয় দেবীর নেত্র উঠিবে রাঙিয়া॥

বিদূ।—(সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্ জয় হোক্! মহারাজ আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সেই দ্রব্যৌষধি দেবামাত্রই নবমল্লিকা লতাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে।

রাজা।—বয়স্য তাতে কি কোন সন্দেহ হতে পারে? আমি জানি মণি-মন্ত্রৌষধির অচিন্তনীয় প্রভাব। দেখ

জনার্দ্দন-কণ্ঠে মণি হেরি' শত্রু পলায় সমরে,
মন্ত্র-বলে বশীভূত ভুজঙ্গম ভূতলে বিচরে।
পূর্ব্বেতে লক্ষ্মণবীর—আর যত কপি-সৈন্যগণ
বাঁচিল ঔষধি-ঘ্রাণে—ইন্দ্রজিৎ করিলে নিধন॥

আচ্ছা এখন তবে সেই লতাটির কাছে আমাকে নিয়ে চল—সেটিকে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বিদূ।—(সোৎসাহে) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

উভয়ে।—(সগর্ব্বে পরিক্রমণ পূর্ব্বক)

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া, সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয়-ব্যাকুল ভাবে) মহারাজ, এখান থেকে পালানো যাক্।

রাজা।—কেন বল দিকি?

বিদূ।—দেখুন, ঐ বকুলগাছে একটা ভূত আছে।

রাজা।—দূর মূর্খ—ভয় নেই—এখানে আবার ভূত কোথায়?

বিদূ।—দেখুন, ওখানে কে যেন পষ্ট-পষ্ট করে অক্ষর উচ্চারণ করচে। যদি আমার কথায় না বিশ্বাস হয়, একটু এগিয়ে গিয়ে শুনুন মহারাজ।

রাজা।—(তথা করিয়া শ্রবণ)

স্পষ্টাক্ষর কথাগুলি,
নারী-কণ্ঠ, সুমধুর বাণী,
—মনে হয় মৃদুস্বরে
কহিছে সারিকা ক্ষুদ্র প্রাণী॥

(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ ও নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া) এই যে, সারিকাই তো।

বিদূ।—(বিচার করিয়া) তাই তো, এ যে সত্যিই সারিকা।

রাজা।—(সস্মিত) তাই বটে বয়স্য।

বিদূ।—মহারাজ আপনি বড় ভীতু, আপনি ওকে ভূত মনে করে-ছিলেন ?

রাজা।—দূর মূর্খ! নিজে ভয় পেয়ে' শেষে আমার নামে দোষ ?

বিদূ।—আচ্ছা তাই যদি হয়, আমাকে আট্‌কাবেন না বল্‌চি (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া সারিকার প্রতি) আরে বেটি তুই কি মনে কচ্চিস সত্যিই বসন্তক ভয় পেয়েছে ?— এই দেখ, খলের মন যেমন আঁকা-বাঁকা, আমার এই লাঠিটি তেমনি—রোস্‌—এর একঘায়ে তোকে পাকা কদ্‌-বেলটির মত বকুলগাছ থেকে এখনি মাটিতে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠির দ্বারা মারিতে উদ্যত)

রাজা।—(নিবারণ করিয়া) আরে মূর্খ! দেখ দিকি, কেমন মিষ্টি-

মিষ্টি করে' কথা বল্‌চে, কেন ওকে ভয় দিচ্চ? থামো, এখন ওর কথাগুল শোনা যাক্‌। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—মহারাজ ও আর কি বল্‌বে—ও বল্‌চে, এই ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দেও।

রাজা।—পেটুকের খাওয়া বই আর কথা নেই, ও-সব পরিহাস রেখে দিয়ে এখন সত্যি বল দিকি সারিকাটি কি বল্‌চে।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) মহারাজ শুন্‌লেন ও কি বল্‌চে?—ও এই কথা বল্‌চে—"সখি, আমাকে কেন তুমি আঁক্‌লে"?—"কেন আকারণে রাগ করছ সখি। তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেচি।"—মহারাজ! একি ব্যাপার?—এর অর্থ কি?

রাজা।—বয়স্য আমার মনে হয়, কোন রমণী অনুরাগবশত নিজ হৃদয়-বল্লভের চিত্র এঁকে, কামদেবের চিত্র বলে সখীর কাছে ভাঁড়িয়ে ছিল; তার সখীও চিন্‌তে পেরে, রতির চিত্র আঁক্‌বার ছলে তাকেই চিত্রিত করেছে।

বিদূ।—(হাতে তুড়ি দিয়া) ঠিক্‌ ঠাউরেছেন মহারাজ, এই কথাই ঠিক্‌।

রাজা।—বয়স্য একটু চুপ্‌ কর, ঐ শোন আবার কথা কচ্চে। (উভয়ের শ্রবণ)

বিদূ।—আবার বল্‌চে:—"সখি লজ্জা কোরো না, এরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক।" তা, মহারাজ, যার চিত্র এঁকেছে সে কন্যাটি নিশ্চয়ই দেখ্‌বার যোগ্য।

রাজা।—তা হোক্‌, আগে কথাগুল মনোযোগ দিয়ে শোনা যাক্‌—কৌতূহল চরিতার্থ করবার ঢের সময় আছে।

বিদূ।—মহারাজ আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব রেখে দিন—ওর কথা বোঝা আপনার কর্ম্ম নয়। আমি ওর মুখে কথাগুলি শুনে সমস্ত আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি। (উভয়ে কর্ণপাত)

বিদূ।—শুন্‌লেন কি বল্‌চে? বল্‌চে—"সখি এই পদ্মপত্র মৃণাল-বলয় এখান থেকে নিয়ে যাও। ওতে আমার কি হবে, কেন মিথ্যে কষ্ট কচ্চ বল দিকি"।

রাজা।—শুধু শুন্‌লেম তা নয়—ওর তাৎপর্য্যও বুঝেছি।

বিদূ।—এখনও বেটি কুর্‌কুর্‌ কুর্‌কুর্‌ করে' কি বল্‌চে। রহুন্—আমি শুনে সমস্ত আপনাকে ব্যাখ্যা করে বল্‌চি।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ—এখনও কি কথা বল্‌চে বটে (পুনর্ব্বার কর্ণ-পাত করিয়া)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সারিকাটি এবার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত, যেন কি একটা বেদ-মন্ত্র আওড়াচ্চে।

রাজা।—বয়স্য বল দিকি কথাটা কি বল্লে, আমি অন্যমনস্ক ছিলেম—ঠিক্ ধর্‌তে পারিনি।

বিদূ।—ও বল্‌চে :—

বাসনা দুর্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ॥

রাজা।—(সস্মিত) বয়স্য তোমার মত ব্রাহ্মণ ছাড়া এ রকম বেদ-মন্ত্রে পণ্ডিত আর কে বল!

বিদূ—বেদ-মন্ত্র নয়?—তবে এটা কি?

রাজা। এ একটা কবিতার শ্লোক।

বিদূ।—আচ্ছা এই শ্লোকটির অর্থ কি বলুন-দিকি মহারাজ ?

রাজা।-দেখ বয়স্য, কোন পূর্ণ-যৌবনা রমণী নিজ প্রিয়তমকে লাভ করতে না পেরে, জীবনে উদাসী হয়ে এই কথা বলেছে।

বিদূ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) বাঁকা কথাটা একটু সোজা করেই বলুন না যে "আমাকে লাভ করতে না পেরে"। নৈলে এমন আর কে আছে যার চিত্র দেখে মদন বলে ভ্রম হতে পারে ? (হাতে তালি দিয়া উচ্চ হাস্য)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) দূর মূর্খ, হাহা করে হেসে বেচারা পাখিটিকে উড়িয়ে দিলে—ঐ দেখ উড়ে কোথায় চলে গেল।

বিদূ।—(দেখিয়া) কোথায় আর যাবে, ঐ কদলী-কুঞ্জে নিশ্চয় গেছে—তা চলুন মহারাজ, ঐ দিকে যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ।)

দৃশ্য।—কদলী-কুঞ্জ।

রাজা।—

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে,
শুক, শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ
—ভাগ্যবান হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে॥

বিদূ।—এই কদলী-কুঞ্জ, আসুন আমরা প্রবেশ করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সেই সারিকাটার অন্বেষণ করে' আর কি হবে, আসুন এই কদলী-তলার শিলাতলে বসে একটু বিশ্রাম

করা যাক্। দেখুন, দক্ষিণের বাতাসে কদলীর এই নূতন পাতাগুলি কেমন দুল্‌চে, আর কদলী-তলাটিও কেমন ঠাণ্ডা হয়েছে।

রাজা।—আচ্ছা তোমার যা অভিরুচি।

(উপবেশন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে
শুক শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ,
—ভাগ্যবান হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে॥

বিদু।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, সেই সারিকার খাঁচাটা এইখানে পড়ে আছে। বোধ হয় সেই দুষ্ট বানরটা খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে চলে গেছে।

রাজা।—ওটা কি খাঁচা ?—বয়স্য ভাল করে ঠাউরে দেখ দিকি।

বিদু।—যে আজ্ঞে, দেখ্‌চি।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

একি!—এ যে একটা চিত্র-ফলক! আচ্ছা এটা উঠিয়ে নেওয়া যাক্। (গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ)

রাজা।—(সকৌতুকে) বয়স্য ওটা কি ?

বিদু।—মহারাজ আপনার অদৃষ্ট ভাল ; আমি যা বল্‌ছিলেম তাই— আপনার চিত্রই এতে আঁকা আছে বটে ; নৈলে আর কার চিত্র মদনের চিত্র বলে সহজে চালিয়ে দেওয়া যায় বলুন ?

রাজা।—(সহর্ষে দুই হাত বাড়াইয়া) দেখি সখা দেখি।

বিদু।—না, আমি দেখাব না। সেই কন্যাটিরও চিত্র এতে আঁকা আছে, বিনা পারিতোষিকে কি এমন কন্যা-রত্নকে দেখান যায় ?

রাজা।—(বলয় অর্পণ করিয়া সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক দর্শন) (দেখিয়া সবিস্ময়ে) দেখ বয়স্য :—

লীলায় টলায়ে পদ্ম
রাজ-হংসী পশে যেন মানস-সরসী
—চিত্রপটে চিত্রগতা
মম প্রেমে পক্ষপাতী কে গো এ রূপসী?
এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণশশি-মুখখানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়-ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান ॥

সাগরিকা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সাগ।—সখি সুসঙ্গতে! সারিকাকে তো পাওয়া গেল না—চল এখন শীঘ্র কদলীকুঞ্জে গিয়ে চিত্র-ফলকটা নিয়ে আসা যাক্।

সুসং।—আচ্ছা চল। (অগ্রসর হইয়া কদলীকুঞ্জের নিকটে আগমন)

বিদূ।—আচ্ছা মহারাজ, রমণীটিকে এরূপ নতমুখী করে চিত্রিত করেচে কেন বলুন দিকি?

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া) বসন্তকের কথা যখন শোনা যাচ্চে তখন মহারাজও বোধ হয় ঐখানেই আছেন।—তা, এসো আমরা কদলীর বেড়ার আড়াল থেকে ওঁদের দেখি। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া অবস্থান)

রাজা।—দেখ বয়স্য —

এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণ-শশি মুখ-খানি করিয়া নির্ম্মাণ

নিমীলিত পদ্মাসনে

কায়ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান ॥

সুসং।—সখি তোমার অদৃষ্ট ভাল, ঐ দেখ তোমার হৃদয়-বল্লভ তোমার রূপের বর্ণনা করচেন।

সাগ।—(সলজ্জে) কেন আমাকে উপহাস করচ সখি ?

বিদূ।—(রাজাকে ঠেলিয়া) আচ্ছা, রমণীটিকে নতমুখী করে' কেন চিত্রিত করা হয়েছে আমি বল্‌ব ?

রাজা।—বয়স্য, সারিকাটি যে পূর্ব্বেই তা বলে দিয়েছে।

সুসং।—সখি, সারিকাটি দেখ্‌চি এর মধ্যেই তার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বিদূ।—চিত্রটি দেখে আপনার নেত্র-সুখ হচ্চে কিনা বলুন দিকি ?

সাগ।—(সাধ্বস-সহকারে স্বগত) না জানি এর কি উত্তর দেন—আমি যে এখন জীবন-মরণের মধ্যস্থলে রয়েছি।

রাজা।—বয়স্য নেত্র-সুখের কথা কি বল্‌চ—আমার নেত্রের দশা যা হয়েছে তা তোমায় বলি শোনো!

কষ্টে ছাড়ি' উরুযুগ

বিলম্বে ভ্রমিয়া ক্রমে নিতম্ব-প্রদেশ,

বিষম ত্রিবলীযুত

মধ্য-দেহে আসি' পরে হয় অনিমেষ।

ক্রমে উঠি ধীরে ধীরে

তুঙ্গ স্তনে, শেষে এই তৃষিত নয়ন

বাষ্পস্রাবী নেত্র তার

ব্যগ্রভাবে বারম্বার করে নিরীক্ষণ ॥

সুসং।—শুন্‌লে সখি ?

সাগ।—সেই শুনুক যার চিত্র-বিদ্যার এত প্রশংসা হচ্চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, যাঁকে পেলে এহেন সুন্দরীরাও সৌভাগ্য মনে করে, তাঁর নিজের উপর কেন এত অবজ্ঞা বলুন দিকি ?—মহারাজ, কি আশ্চর্য্য ! আপনি কি এই চিত্রটিতে আপনার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন না ?

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি যে সযত্নে আমাকেই চিত্রিত করেছেন তা কি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে সখা ?

আঁকিতে আঁকিতে ছবি
নেত্র হতে চিত্রে পড়ে অশ্রুজল তাঁর,
ও কর-পরশে যেন
দেখা দেছে স্বেদবিন্দু দেহেতে আমার॥

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, এইখানে পদ্ম-পত্র ও মৃণালের শয্যা পড়ে আছে—এতে বোধ হয় সুন্দরীর বিলক্ষণ মদনাবস্থা উপস্থিত।

রাজা।—সখা তুমি ঠিক ঠাউরেছ। তাই বটে :—

পীন স্তন-জঘনের লাগি ঘরষণ
পত্রগুলি ধরিয়াছে মলিন বরণ।
কটির নিম্ন ভাগে যে পাতাটি স্থিত
তাহার বরণ দেখ এখনো হরিত।
শিথিল ভুজলতার প্রক্ষেপ-তাড়নে
ছড়িভঙ্গ পত্রগুলি ছড়ায় শয়নে।
তাই এ পঙ্কজ-দল-শয়ন-রচনা
কৃশাঙ্গীর মনোজ্বালা করয়ে সূচনা॥

বিশাল নলিনী·পত্র
রাখিল বিছায়ে বুঝি বক্ষের মাঝারে,
অতি-তাপে তাই উহা
ম্লান·রেখা ধরিয়াছে মণ্ডল-আকারে।
স্তন-পরিমাপ ইথে
হইতেছে পরকাশ দেখ বিলক্ষণ,
যে পত্রে ঢাকিল মধ্য
তাহে শুধু নাহি ব্যক্ত মদন·লক্ষণ॥

বিদূ।—(মৃণাল-মালা গ্রহণ করিয়া)
দেখুন মহারাজ, তাঁর পীনস্তন হতে এই কোমল মৃণাল·মালাটি পড়ে শুকিয়ে গেছে।

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া বক্ষে রাখিয়া ও বুদ্ধি-বিভ্রমবশতঃ)
শোনো বলি জড়-প্রকৃতি!

হইয়া গো পরিচ্যুত কুচ-কুম্ভ হতে তাঁর
সত্য কি তাপিত-চিত্ত তুমি গো মৃণাল-হার?

সূক্ষ্ম তন্তু একটিও
যে নিবীড় স্তন-মাঝে নাহি পায় স্থান
সেখানে কেমনে বল
তুমি গিয়া সহজে করিবে অধিষ্ঠান?

সুসং।—(স্বগত) আহা! অনুরাগের আবেশে মহারাজ পাগলের মত কতকি অসম্বদ্ধ কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন—আর এখন অপেক্ষা করে' থাকা উচিত হয় না। আচ্ছা তবে

এইরূপ বলি (প্রকাশ্যে) সখি, যাঁর জন্য তুমি এখানে এসেছ তিনি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

সাগ।—(কোপের ভাণ করিয়া) আমি আবার কার জন্য এখানে এসেছি—আর, কেইবা এখানে উপস্থিত ?

সুসং।—(হাসিয়া) না না, আর কিছু বল্‌চিনে—সেই চিত্র-ফলকটির জন্য কিনা এসেছ তাই বল্‌চি—তা, সেই চিত্র-ফলকটি এইবার খুঁজে নেও না।

সাগ।—(সরোষে) আমি তোমার ও-সব কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি যদি ও রকম করে বল তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব বল্‌চি। (গমনে উদ্যত)

সুসং।—সখি রাগ কর কেন, একটু দাঁড়াও না—আমি বরং ঐ কদলী-কুঞ্জ থেকে চিত্র-ফলকটা এখনি নিয়ে আস্‌চি।

সাগ।—আচ্ছা যাও সখি।

সুসং।—(কদলী-কুঞ্জ-অভিমুখে পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়-ব্যস্তভাবে) মহারাজ! চিত্র-ফলকটা শীঘ্র লুকোন্, শীঘ্র লুকোন্! দেবীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা আস্‌চে।

রাজা।—(বস্ত্রে ফলক আচ্ছাদন)

সুসং।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—এসো সুসংগতে—এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন)

রাজা।—সুসঙ্গতে, কি করে' জান্‌লে আমি এখানে আছি ?

সুসং।—(হাসিয়া) শুধু তা নয় মহারাজ—আমি চিত্রফলকের কথা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তই জান্‌তে পেরেছি—আমি এখনি গিয়ে দেবীর কাছে সমস্ত কথা বলে' দিচ্চি। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ ।—(জনান্তিকে সভয়ে) দেখুন মহারাজ, ওর পক্ষে সকলি সম্ভব, দাসী-বেটি বড় মুখরা, ওকে কিছু পারিতোষিক স্বীকার করুন ।

রাজা ।—তুমি ঠিক্ বলেছ !

(সুসঙ্গতার হস্ত ধারণ করিয়া) দেখ সুসঙ্গতে, ও কিছুই নয়—ও একটা আমরা রঙ্গ-তামাসা করছিলেম, বুঝ্‌লে ?—ও সব কথা বলে' দেবীর মনে অকারণে কষ্ট দিও না । এই লও তোমার পারিতোষিক ।

সুসং ।—মহারাজ ! ও কানের গহনায় আমার কাজ নেই । মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি ওরূপ সামগ্রী ঢের পেয়েছি । মহারাজ, কোন ভয় নেই ; আমি কেন এসেছি তবে বলি শুনুন ;—এই চিত্রফলকে আমার প্রিয়সখী সাগরিকার ছবি এঁকেছি বলে' প্রিয়সখী আমার উপর রাগ করে' ঐ খানে দাঁড়িয়ে আছেন—এখন আপনি গিয়ে ওঁর হাতটি ধরে' যদি একটু সান্ত্বনা করেন, তাহলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে ।

রাজা ।—(ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠিয়া) কোথায় কোথায় ?—তিনি কোন্‌খানে আছেন ?

সুসং ।—এই কদলী কুঞ্জের বেড়ার আড়ালে ।

রাজা ।—(সহর্ষে) কোথায় ?—সেইখানে আমাকে নিয়ে চল ।

সুসং ।—এই দিক দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে ।

(কদলীকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান)

সাগ ।—(রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে, সাধ্বস-ভরে স্বগত) ওঁকে দেখে বুকের মধ্যে কি একরকম কচ্চে আর, এক পাও যেন নড়তে পারচিনে—এখন করি কি ?

বিদূ।—এই চিত্র-ফলকটা আমি নিয়ে রাখি—কি জানি আবার যদি এতে কোন কাজ হয়। (সাগরিকাকে দেখিয়া) হি হি হি হি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন কন্যারত্ন তো মনুষ্য-লোকে দেখা যায় না; মনে হয়, এঁকে সৃষ্টি করে' প্রজাপতিও বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাজা।—সখা, আমারও তাই মনে হয়।

জগত-ললাম-রূপা এই ললনায় বিধি
করিয়া সৃজন,
বিস্ফারিয়া নেত্র তাঁর—ম্লান-দ্যুতি যার কাছে
পঙ্কজ-আসন—
বিস্ময়ের বশে বিধি নাড়িতে নাড়িতে নিজ
মস্তক-নিচয়
চতুর্মুখে এক-কালে "সাধু সাধু" আপনারে
বলিলা নিশ্চয়॥

সাগ।—(সকোপে সুসঙ্গতাকে অবলোকন করিয়া) সখি, এই বুঝি তোমার চিত্র-ফলক? (যাইতে উদ্যত)

রাজা।—ও-দৃষ্টি যদিও তব, রোষ-ভরে হতেছে পতন
শোনো গো মানিনি!
এ-দৃষ্টি সখীর তবু, রুক্ষভাব না করে ধারণ
—স্নিগদ এমনি।
যেও না করিয়া ত্বরা স্খলিত চরণে
ও গুরু নিতম্ব তব ব্যথিবে গমনে॥

সুসং।—মহারাজ উনি বড় অভিমানিনী, ওঁকে আপনি হাতে ধরে’ সান্ত্বনা করুন।

রাজা।—(সানন্দে) তুমি ঠিক্ বলেছ। (সাগরিকাকে হস্তে ধারণ করিয়া স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, আজ আপনার যে লক্ষ্মীলাভ হল, এরূপ আপনার ভাগ্যে কখন ঘটেনি।

রাজা।—বয়স্য সে কথা সত্য।

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ইনি,
করতল যেন পারিজাতের পল্লব।
নাহিক অন্যথা তাহে,
স্বেদচ্ছলে আহা যেন ঝরে সুধা-দ্রব॥

সুসং।—সখি, তুমি এখন বড় কঠোর হয়েছ ; মহারাজ অমন করে’ তোমাকে ধরে’ আছেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

সাগ।—(সভ্রূভঙ্গে) সুসঙ্গতা তুমি কি থাম্‌বে না?

রাজা।—দেখ, তোমার সখীর উপর এতক্ষণ রাগ করে’ থাকা উচিত নয়।

বিদূ।—ও গো তুমি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত রাগ করে আছ কেন বল দেখি?

সুসং।—সখি, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

রাজা।—দেখ, সমপ্রাণা সখীর প্রতি তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

বিদূ।—ইনি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় বাসবদত্তা!

রাজা।—(সচকিতভাবে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ)

সাগ।—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) সুসঙ্গতে! এখানে থেকে এখন কি করব ?

সুসং।—সখি, এসো আমরা এই কদলী-বীথির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাই। (প্রস্থান।)

রাজা।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) কৈ ?—বাসবদত্তা কোথায় ?

বিদূ।—কৈ, আমি তো জানিনে মহারাজ। আমার তখন বড় রাগ হয়েছিল, তাই বলেছিলেম, "ইনি দেখ্‌চি দ্বিতীয় বাসবদত্তা"।

রাজা।—দূর মূর্খ!

দৈবযোগে কোন রূপে
পেনু যদি ব্যক্ত-রাগ রতন-মালায়,
যেমন পরিব গলে
—হস্ত হতে ভ্রষ্ট তুই করিলি তাহায়॥

বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

বাস।—বলি ও কাঞ্চনমালা, এখান থেকে মহারাজের পালিত নব-মল্লিকা-লতাটি কত দূর ?

কাঞ্চ।—ঐ কদলীকুঞ্জ ছাড়িয়ে ঐ দেখা যাচ্চে।

বাস।—আমাকে সেই দিকে নিয়ে চল্‌।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরুণ এইদিক দিয়ে।

রাজা।—বয়স্য, প্রিয়তমাকে এখন কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল দেখি ?

কাঞ্চ।—ঠাকরণ, মহারাজের কথা যখন শোনা যাচ্চে, তখন বোধ

হয় ঠাকরুণের জন্তই মহারাজ ঐখানে অপেক্ষা করচেন। আসুন তবে ঐদিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

বাস।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্!

রাজা।—(চুপি-চুপি) বয়স্য চিত্রফলকটা লুকিয়ে ফ্যালো।

বিদূ।—(লইয়া বগলের ভিতর লুকাইয়া)

বাস।—মহারাজ, নবমল্লিকার কি ফুল ধরেছে ?

রাজা।—(সবিস্ময়ে) আমরা তোমার আগে এখানে এসেছি, এসে তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি। দেবি, তোমার আস্‌তে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—এসো এখন আমরা দুজনে মিলে লতাটি দেখিগে।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ, তোমার মুখের ভাবেই জানা যাচ্চে নবমল্লিকার ফুল ধরেছে—তবে আর গিয়ে কি হবে ?

বিদূ।—ফুল যদি ধরে থাকে, সে তো আমাদেরই জিৎ। আমাদেরই জিৎ—আমাদেরই জিৎ!—আমাদেরই জিৎ! (বাহু প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, কক্ষ হইতে চিত্রফলক পতন ও তৎপ্রযুক্ত বিপদগ্রস্ত)

রাজা।—(আড়ালে বসন্তের মুখের পানে চাহিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করণ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) রাগ করবেন না মহারাজ, এর যা উত্তর দিতে হয় আমি দেব।

কাঞ্চ।—(ফলকটি গ্রহণ করিয়া) ঠাকরুণ দেখুন, এই চিত্রফলকে কার চিত্র আঁকা।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এতো মহারাজ—আর এ তো সাগরিকা। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি রাগের হাসি হাসিয়া) মহারাজ! কে এ চিত্র আঁক্‌লে ?

রাজা।—(অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বসন্তকের প্রতি চুপি চুপি) বয়স্য এখন কি বলি ?

বিদূ।—(চুপি চুপি) কোন চিন্তা নেই—আমি উত্তর দিচ্চি। (প্রকাশ্যে বাসবদত্তার প্রতি) ঠাকরুণ অন্য কিছু ভাব্‌বেন না। আমি মহারাজকে বলছিলেম, আপনাকে আপনি আঁকা বড় কঠিন ; তা এই কথা শুনেই মহারাজ এই চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিলেন।

রাজা।—বসন্তক যা বল্লেন তাই বটে।

বাস।—(ফলক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার পাশে আর একটি যে চিত্র রয়েছে এটি কি বসন্তক ঠাকুরের বিদ্যে ?

রাজা।—(অপ্রতিভ-ভাবে ঈষৎ হাসিয়া) এ বোধ হয় কেউ মন থেকে এঁকেছে—একে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নি।

বিদূ।—আমিও পৈতে ছুঁয়ে শপথ করচি, একে পূর্ব্বে কখন দেখিনি।

কাঞ্চ।—(চুপি চুপি অন্তরালে) ঠাকরুণ, কখন কখন ঘুণ ধরে' অক্ষরের মত দেখায়, কিন্তু আসলে তা অক্ষর নয়। এ স্থলে বোধ হয় তাই ঘটেছে। তা, আর রাগ করে' কি হবে।

বাস।—(চুপি চুপি আড়ালে) না কাঞ্চনমালা, এ ঘুণাক্ষরের ঘটনা নয়। তোর সরল মন, তুই ওর বাঁকা কথা কি বুঝ্‌বি বল্‌ —ও যে-সে লোক নয়—ও বসন্তক ঠাকুর! (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) মহারাজ এই চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথা ব্যথা করচে—তুমি সুখে থাকো—আমি চল্লেম। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

রাজা।—(আঁচল ধরিয়া) দেবি!

"শান্ত হও" এই কথা বলিব কি করে'
যদি না করিয়া থাকো রাগ মোর পরে!
যদি বলি "হেন কর্ম্ম করিব না আর"
তবে পষ্ট করা হয় দোষের স্বীকার।

যদি বলি "নহি দোষী"
—মিথ্যা বলি' তুমি তাহা ভাবিবে গো মনে।
এখন কি করি আমি,
কি বলিব নাহি জানি, ওগো প্রিয়তমে॥

বাস।—(সবিনয়ে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া) মহারাজ, অন্য কিছু মনে কোরো না—সত্যই আমার মাথা ধরেচে—আমি তবে এখন যাই। (প্রস্থান)

বিদূ।—আ বাঁচা গেল। অকাল-বাদল বাসবদত্তা চলে গেলেন, আপনার পক্ষে ভালই হল।

রাজা।—দূর মূর্খ! এখন আর আহ্লাদ করে' কাজ নেই। দেবীর মনে মনে বিলক্ষণ রাগ হয়েছে তা কি বুঝ্‌তে পার নি?

দেখ—

ললাটে ভ্রূভঙ্গ হ'ল সহসা উদ্‌গত,
তাহা ঢাকিবারে মুখ করিলেন নত।
মর্ম্মভেদী হাসিটুকু করিয়া বর্ষণ
একটি না কহিলেন নিষ্ঠুর বচন।
অশ্রুজলে বিজড়িত নয়ন তাঁহার
কিছুতেই মেলিতে না পারিলেন আর।

যদিও মুখেতে তাঁর প্রকটিত রাগ,
তবু না ত্যজিলা দেবী স্নেহ-নম্র ভাব ॥

বিদূ।—দেবী বাসবদত্তা তো চলে গেছেন, এখন তবে মহারাজ কেন মিছে অরণ্যে রোদন করচেন বলুন দিকি ?

রাজা।—আরে মুর্খ, দেবী রাগ করেছেন তাকি তুমি লক্ষ্য করনি ? এখন তাঁকে সান্ত্বনা করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। এসো, এখন তবে অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

দৃশ্য।—প্রসাদের অভ্যন্তরস্থ ঘর।

মদনিকার প্রবেশ।

মদ।—(আকাশে) কৌশাম্বিকে! মহারাজার কাছে কাঞ্চনমালা আছে কি না দেখেছিস্? (কর্ণপাত করত শ্রবণ করিয়া) কি বলছিস?—খানিক ক্ষণ সেখানে থেকে এইমাত্র চলে গেছে? কোথায় তবে এখন তাকে খুঁজে বেড়াই। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কাঞ্চনমালা এই দিকেই আস্‌চে। ওর কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

কাঞ্চ।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সাবাস্ রে বসন্তক—সাবাস! সন্ধি-যুদ্ধের ফন্দিতে তুই যৌগন্ধরায়ণকেও ছাড়িয়ে উঠেছিস্।

মদ।—(সস্মিতভাবে অগ্রসর হইয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, বসন্তক আজ এমন কি কাজ করেছে যাতে তার এত প্রশংসা হচ্চে?

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, ও কথায় তোর দরকার কি?—সে কথা তুই পেটে রাখ্‌তে পারবি নে।

মদ।—আমি পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি, আমি কারও সাম্‌নে প্রকাশ করব না।

কাঞ্চ।—আচ্ছা তবে বলি শোন্। আজ রাজবাড়ি থেকে ফিরে

আস্‌বার সময়, চিত্রশালার দুয়ারের কাছে বসন্তক ও সুস-ঙ্গতার কথাবার্ত্তা শুনতে পেলেম।

মদ।—(সকৌতুকে) কিসের কথাবার্ত্তা সখি ?

কাঞ্চ।—বসন্তক সুসঙ্গতাকে বল্‌ছিল "দেখ সুসঙ্গতা, সাগরিকা ছাড়া মহারাজের আর কোন অসুখের কারণ নেই—এখন কিসে তার প্রতিকার হতে পারে ভেবে দেখ দিকি।"

মদ।—তাতে সুসঙ্গতা কি বল্লে ?

কাঞ্চ।—তাতে সে এই কথা বল্লে "রাণী-ঠাকরণ চিত্রফলকের ব্যাপারে, নিতান্ত ভীত হয়ে, সাগরিকাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন ; আর, আমাকে খুসি করবার জন্য আপনার কাপড়-চোপড়ও দান করেছেন। এখন, রাণী-ঠাকরণের বেশে সাগ-রিকাকে সাজিয়ে, আর আমি কাঞ্চনমালার বেশ পরে', আজ সন্ধ্যার সময় সাগরিকাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব ঠিক্ করেছি—আর আপনিও এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাক্‌বেন। তার পর, মাধবীলতা-মণ্ডপে তার সঙ্গে মহা-রাজের মিলন হবে"।

মদ।—দ্যাখ্ সুসঙ্গতা তুই ভারি খারাপ, ঠাকরণ আমাদের এত ভাল বাসেন,—আর, তুই কি না তাঁকে এই রকম করে' ঠকাচ্চিস্!

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, তুই এখন কোথায় যাচ্চিস্ বল্ দিকি ?

মদ।—মহারাজের অসুখ করায় তুমি তাঁর কুশল সংবাদ জান্‌তে গিয়েছিলে—কিন্তু তোমার এত বিলম্ব দেখে, দেবী আবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাঞ্চ।—ঠাকরণের মন বড়ই সরল যে তিনি এ কথায় এখনও বিশ্বাস কর্‌চেন। (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে!

মহারাজ অসুখের ছল করে' নিজের মদনাবস্থা গোপন করে', দন্ত-তোরণ-মণ্ডপে দিব্যি বসে আছেন দেখ্‌চি—আয় এখন এই কথাটা ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

ইতিপ্রবেশক।

দৃশ্য।—তোরণ-মণ্ডপ।

মদন-পীড়িত রাজা উপবিষ্ট।

রাজা।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

শোন্ হৃদি বলি তোরে,
এবে সহ্য কর্ এই মদন-সন্তাপ ;
উপশম নাহি যদি
কেনরে করিস্ তবে বৃথা পরিতাপ।
এমনি গো মূঢ় আমি,
পাইনু যদি বা সেই চন্দন-পরশ-কর,
কেন না রাখিনু আহা
বহুক্ষণ ধরি' তায় এ বক্ষের উপর ॥

অহো! কি আশ্চর্য্য!

স্বভাবত দুর্লক্ষ্য চঞ্চল-পরাণ,
তবু স্মর কেমন করিয়া
বিঁধিলেন তারে, করি' অমোঘ সন্ধান
সব তাঁর শরগুলি দিয়া ॥

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) শোনো ওগো ফুল-ধনু!

একথা প্রসিদ্ধ আছে, মদনের পঞ্চবাণ
নিয়ত করয়ে লক্ষ্য আমাবিধ বহু জন পরে ;
তার বিপরীতে করি' অনেক শর-সন্ধান
পঞ্চত্ব ঘটাও কেন, এক জনে বিঁধি তব শরে ?

(চিন্তা করিয়া) আমার যে এইরূপ অবস্থা হয়েছে, তার জন্য আমি ততটা ভাবিনে, কিন্তু সাগরিকাকে দেখে দেবীর যে মনে মনে অত্যন্ত রাগ হয়েছে, আমার এখন সেই ভাবনা। বোধ হয়, এখন প্রিয়া আমার—

লাজে অধোমুখ সদা
—মনে ভাবে, তার কথা জানে সর্ব্বজনে।
শুনিলে আলাপ কারো
—তারি কথা কহিতেছে এই ভাবে মনে।
সখীরা হাসিলে মৃদু
লাজে হয় আরক্তিম বদন-মণ্ডল,
হৃদয়ে নিহিত শঙ্কা
প্রিয়া মোর সততই বিকল বিহ্বল॥

বসন্তককে তাঁর সংবাদ জান্‌তে পাঠিয়েছি—কেন সে এত বিলম্ব করচে ?

হৃষ্ট-মুখে বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—(সপরিতোষে) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! এই সংবাদটা শুন্‌লে প্রিয়সখার যতটা আহ্লাদ হবে সমস্ত কৌশাম্বী রাজ্য পেলেও

ততটা হয় কি না সন্দেহ। এইবার তবে সখাকে এই সংবাদটা দিইগে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে! সখা যখন এইদিক পানেই চেয়ে আছেন তখন নিশ্চয় আমার জন্যই প্রতীক্ষা করচেন। এইবার তবে নিকটে যাই (সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্ মহারাজ! একটা সুসংবাদ আছে—আপনি যা চাচ্ছিলেন তা হয়েছে।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, প্রিয়তমা সাগরিকার কুশল তো?

বিদূ।—(সগর্ব্বে) তিনি স্বয়ং এসে এখনি সে কথা আপনাকে জানাবেন।

রাজা।—(সপরিতোষে) বল কি সখা, প্রিয়ার দর্শন লাভ হবে?

বিদূ।-(সাহঙ্কারে) হবে না তো কি?—অবশ্যই হবে। এই যে আপনার ক্ষুদ্র অমাত্যটিকে দেখ্‌চেন-ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির পিতামহ!

রাজা।—(হাসিয়া) সখা, সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! এখন সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বল দেখি শুনি।

বিদূ।—(কাণে কাণে কথন)

রাজা।-(সপরিতোষে) এই লও তোমার পারিতোষিক। (হস্ত হইতে বলয় প্রদান)

বিদূ।—(বলয় পরিধান করিয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই খাঁটি সোনার বালাটি হাতে পরে' এখন ব্রাহ্মণীকে দেখাইগে যাই।

রাজা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ) সখা, এর পর দেখিও—এখন না। এখন কত বেলা হয়েছে বল দেখি?

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ দেখুন মহা-

রাজ, সন্ধ্যা-বধূর সঙ্কেতে, ভগবান সহস্র-রশ্মি অনুরাগের আবেশে চঞ্চল-চিত্ত হয়ে অস্তাচল-শিখর-কাননে সন্ধ্যা-বধূর অভিসারে যাত্রা করচেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ, দিবা অবসান হয়েছে বটে।

সমস্ত ভুবন ভ্রমি', অতিক্রমি' অতি দীর্ঘ পথ,
এক-চক্র সূর্য্যদেব অস্তাচলে থামাইলা রথ।
প্রভাতে না পান পাছে আরোহিতে নিজ রথোপরি,
চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত এই কথা মনে মনে করি',
সন্ধ্যাগমে আকর্ষিয়া অবশিষ্ট ছিল যত কর
তা দিয়া যোজিলা পুন দিক্-চক্রে স্বর্ণময় অর॥

অপিচ :—

অস্তাচল-শিরে ভানু নিজ কর করিলা স্থাপন
পদ্মিনী-প্রত্যয়-তরে কহিয়া এ শপথ-বচন ;—
"যাই তবে কমল-নয়নে, দেখ সময় হইল মোর ;
জাগাইব কাল পুন—এবে থাকো নিদ্রায় বিভোর"॥

এখন তবে চল—সেই সংকেত-স্থান মাধবীলতা-মণ্ডপে গিয়ে প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করা যাক্।

বিদূ।—বেশ বলেছেন মহারাজ। (উত্থান)

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, ঘন-ঘোর অন্ধকারে পূর্ব্বদিক্টা ক্রমশ ছেয়ে আস্চে—মনে হচ্চে যেন কতকগুল স্থূলকায় বন-বরাহ ও মহিষের দল গায়ে পাঁক মেখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে ; আর, ফাঁক্-ফাঁক্ গাছগুলও যেন এখন খুব নিবিড় বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—(সহর্ষে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) সখা তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ। তাই বটে :—

প্রথমে পূরব দিক্,
পরে পরে অন্য দিক-চয়,
ক্রমে গিরি, তরু, পুরী,
—আচ্ছাদন করি' সমুদয়
হর-কণ্ঠ-দ্যুতি-হর
মহা ঘোর আঁধার গহন
ক্রমে হয়ে গাঢ়তর
লোক-দৃষ্টি করিল হরণ॥

সখা, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এইদিক দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

বিদূ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, ঐ যেখানে মেলাই গাছ-পালায় অন্ধকারের পিণ্ডি পাকিয়ে আছে, ঐটি বোধ হয় "মকরন্দ" উদ্যান—কিন্তু এখন অন্ধকারে পথ কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না।

রাজা।—(গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) সখা তুমি আগে আগে চল—এ পথ আমার বেশ জানা আছে।

এই সেই চম্পকের শ্রেণী,
এই সে সুন্দর সিন্ধুবার,
নিবিড় বকুল-বীথী,
এই তো সে পাটলের সার।

নানাবিধ চিহ্ন হেরি',
করি' নানা গন্ধের আঘ্রাণ,
দ্বিগুণ হোক্ না তম,
তবু পাব পথের সন্ধান ॥
(পরিক্রমণ।)

দৃশ্য।—মাধবীলতা-মণ্ডপ।

বিদূ।—আমরা মাধবীলতা-মণ্ডপেই এসেছি বটে। দেখুন না কেন, অলিকুল বকুলফুলে বসে' কেমন গুন্ গুন্ করে' গান করচে; বকুলের সৌরভে চারিদিক কেমন আমোদিত হয়েছে; আর, এই মরকত-মণিময় মসৃণ শিলাতলের উপর চলে' কেমন আরাম বোধ হচ্চে। আপনি তবে এইখানে ততক্ষণ বসুন, আমি সাগরিকাকে দেবীর বেশ পরিয়ে এখনি এখানে নিয়ে আস্‌চি।

রাজা।—তুমি তবে শীঘ্র যাও।

বিদূ।—মহারাজ অত উতলা হবেন না—আমি এলেম বলে'।

(প্রস্থান।)

রাজা।—আচ্ছা, আমিও ততক্ষণ এই মরকত-শিলার বেদীর উপর বোসে প্রিয়ার প্রতীক্ষায় থাকি।

(উপবেশন করিয়া চিন্তিত ভাবে)

অহো! নিজ গৃহিণী ছেড়ে নব-রমণীর প্রতি কামীজনের কি আশ্চর্য্য পক্ষপাত! বোধ হয় তার কারণ:—

সঙ্কেত-গামিনী নারী
সশঙ্কিতা হয়ে আসি' সংকেতের স্থানে,

প্রেমের বিষদ দৃষ্টি
নাহি পারে নিঃক্ষেপিতে নায়ক-বয়ানে।
কণ্ঠ-আলিঙ্গন-কালে
না ছোঁয়ায় পয়োধর রসাবেশ-ভরে,
যত্নে ধরি' রাখিলেও
বারম্বার তারা শুধু "যাই যাই" করে।
যদিও গো এইরূপ
রসভঙ্গ করে তারা হৃদয়-আতঙ্কে,
তবু তাই লাগে ভাল
—আরো যেন উত্তেজিত করে গো অনঙ্গে॥

আঃ! বসন্তক এত বিলম্ব করচে কেন? তবে কি দেবী বাসবদত্তা এ-সব বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছেন?

দৃশ্য।—রাজ-অন্তঃপুর।

বাসবদত্তা ও কাঞ্চন-মালার প্রবেশ।

বাস।—শোন্ কাঞ্চনমালা, আমার বেশ পরে' সত্যই কি সাগরিকা মহারাজের উদ্দেশে আজ অভিসারে যাবে?

কাঞ্চ।—ঠাকরণের কাছে আমরা কি মিথ্যে বল্‌তে পারি? অত কথায় কাজ কি, চিত্রশালার দুয়োরের সাম্‌নে বসন্তকঠাকুর এখনো বসে আছে, তাকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন আমাদের কথা সত্যি কি না।

বাস।—তবে চল্ সেইখানে যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরণ এই দিক দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চিত্র-শালার দ্বারদেশে বসন্তক মুড়িসুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া উপবিষ্ট।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) চিত্রশালার দ্বারে যখন পদশব্দ শোনা যাচ্চে তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে সাগরিকা এসেছে।

কাঞ্চ।—ঠাকরণ এই চিত্র-শালা, এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি বসন্তককে একটু জানান্ দি। (হাতে তুড়ি দিয়া)

বিদূ।—(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সহর্ষে অগ্রসর হইয়া) সুসঙ্গতা, তোমার বেশটিতো ঠিক্ কাঞ্চনমালার মত হয়েছে—এখন সাগরিকা কোথায় বল দেখি ?

কাঞ্চ।—(অঙ্গুলীর দ্বারা প্রদর্শন) ঐ যে !

বিদূ।—বাঃ ! এ যে পষ্ট দেবী বাসবদত্তা।

বাস।—(সভয়ে স্বগত) আমাকে চিন্‌তে পেরেছে না কি—তবে আমি যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—বলি ও সাগরিকা, কোথায় যাচ্চ, এই দিকে এসো না।

বাস।—(হাসিয়া কাঞ্চনমালাকে অবলোকন)

কাঞ্চ।—(মুখ আড়াল করিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা বসন্তককে তর্জ্জন) দেখ্ হতভাগা ! যা বল্লি তা যেন স্মরণ থাকে।

বিদূ।—সাগরিকা চল চল—আর বিলম্ব না। ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে ভগবান চন্দ্রদেবের উদয় হচ্চে।

বাস।—(ব্যস্ত সমস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া) ভগবান শশাঙ্কদেব !

তোমাকে প্রণাম করে' এই অনুনয় করি, আরও খানিকক্ষণ তুমি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকো—আমি ওর ভাবগতিকটা একবার দেখেনি।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—মাধবী-লতামণ্ডপ।

রাজা।—(উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বগত) এখনি প্রিয়ার সহিত মিলন হবে, তবু আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হচ্চে ? অথবা—

মদনের তীব্র তাপে আদিতে যতনা
নিকট হইলে আরো অধিক যাতনা।
প্রাবৃটে দিবস যবে আসন্ন-বর্ষণ,
আরো সমধিক তাপ করে উৎপাদন॥

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখা তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে কি কথা বল্‌চেন শোনো। তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি ওঁকে জানিয়ে আসি তুমি এসেছ।

বাস।—(মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি দান)

বিদূ।—(রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ আর দেখ্‌চেন কি, আমি সাগরিকাকে এনেছি।

রাজা।—(সহর্ষে সহসা উত্থান করিয়া) কোথায় তিনি ?—কোথায় তিনি ?

বিদূ।—(সভ্রূভঙ্গে) ঐ যে।

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে সাগরিকে !

শীতাংশু-বদন তব
উৎপল-নয়ন, পাণি পঙ্কজের সম,
রম্ভাগর্ভ উরু-যুগ,
ও তোমার বাহু দুটি মৃণাল-উপম।

সন্তাপ-হারিণি অই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি !
অসঙ্কোচে আলিঙ্গন দেও শীঘ্র করি’।
অনঙ্গ-তাপেতে এবে দহে মোর চিত,
আলিঙ্গন-দানে তাপ কর নির্ব্বাপিত ॥

বাস।—(সাশ্রুলোচনে, মুখ ফিরাইয়া) দেখ্ কাঞ্চনমালা, উনি নিজ-মুখে এই রকম করে বল্লেন, আবার না জানি কোন্ মুখে আমার সঙ্গে কথা কবেন। আশ্চর্য্য !

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া) ঠাকরুণ, এই যখন করতে পারলেন, তখন নির্লজ্জ পুরুষদের কোনও কাজই অসাধ্য নেই।

বিদূ।—দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করচ না কেন ? এখনও সেই নিত্য-রুষ্টা দেবী বাসবদত্তার দুর্ব্বচনে প্রিয়সখার কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে; এখন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে ওঁর কাণ জুড়িয়ে যাবে।

বাস।—(মুখ ফিরাইয়া, রাগের হাসি মুখে ব্যক্ত করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা ! আমিই কটুভাষিণী, আর বসন্তক ঠাকুরের কথা বড় মিষ্টি।

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন করত) হতভাগা ! এ কথাটাও মনে থাকে যেন !

বিদূ।—(দেখিয়া) সখা দেখ দেখ, কুপিত কামিনীর কপোলের মত, কেমন পূর্ব্বদিকে ভগবান শশাঙ্ক দেবের উদয় হয়েছে।

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে) প্রিয়ে দেখ দেখ :—

ও তব বদন-চাঁদ
এ চাঁদের মুখ-কান্তি সরবস্ব করেছে হরণ।

প্রতীকার তরে তাই
ঊর্দ্ধ-বাহু নিশানাথ শৈলশিরে করে আরোহণ॥

কিন্তু এইরূপ উদয় হয়ে উনি কি আপনারই মূর্ত্তা প্রকাশ করচেন না ?

ও চন্দ্র-বদন তব
করে না কি পদ্ম-প্রভা ম্লান ?
জগজন-চিত্ত-মাঝে
করে না কি আনন্দ বিধান ?
মদনের উদ্দীপন
হয় না কি তব দরশনে ?
অমৃতের দর্প যদি
নিশানাথ করে মনে মনে
তাহাও তো আছে জানি
ওই তব বিম্বাধর-কোণে॥

বাস।—(সরোষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া) মহারাজ, সত্যই আমি সাগরিকা, সাগরিকা-চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তুমি এখন সকলই সাগরিকাময় দেখ্‌চ।

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া) কি সর্ব্বনাশ ! এ যে দেবী বাসবদত্তা, এ কি ব্যাপার সখা ?

বিদূ।—(সবিষাদে) আর কিছুই নয়—এখন আমারই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

রাজা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন) প্রিয়ে বাসবদত্তে ! রাগ কোরো না—লক্ষীটি রাগ কোরো না।

বাস।—(সম্মুখে অশ্রুপাত করিয়া) ছি! মহারাজ, আমাকে ও কথা বোলো না—ও সব কথা আর একজনকে বল। ও কথা আমাকে বলা শোভা পায় না।

বিদূ।—(স্বগত) ও কথার উত্তরে কি বলি এখন—আচ্ছা এই বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেবি আপনি অতি উদার-চরিত্র, সখার এই প্রথম অপরাধটি অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা করুন।

বাস।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, মহারাজের এই প্রথম মিলনের সময়ে বাধা দিয়ে আমিই অপরাধী হয়েছি, ওঁর তো কোন অপরাধ নেই।

রাজা।—আমার অকার্য্যটি স্বচক্ষে দেখেছেন, এখন কি বলি, যাহোক তবু একটা কথা বলে' দেখি।

দেবি!

আমি অপ্রতিভ লাজে, চরণে মস্তক পাতি'
লাক্ষা-জাত তাম্ররাগ এখনিগো মুছাব যতনে,
কোপ-রাহু-গ্রাসে তাম্র তব মুখচন্দ্র-ভাতি,
তাহাও হরিতে পারি, যদি চাহ করুণ নয়নে॥

(পদতলে পতন।)

বাস।—(হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া) ওকি মহারাজ—ওঠ ওঠ, সে অতি নির্লজ্জ যে আর্য্যপুত্রের হৃদয়ের ভাব জেনেও আবার রাগ করে; নাথ তুমি সুখে থাকো, আমি চল্লেম! (যাইতে উদ্যত)

কাঞ্চ।—ঠাকরণ ক্ষান্ত হোন্, মহারাজ পায়ে পড়লেন, আর কি রাগ করতে আছে? মহারাজকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেলে শেষে আবার কষ্ট পাবেন।

বাস।—দূর হ, তুই ভারি নির্ব্বোধ! পরে আবার কিসের কষ্ট? চল্ তবে এখন যাওয়া যাক্। (প্রস্থান)

রাজা।—দেবি! আমার পরে একটু প্রসন্ন হও ("আমি অপ্রতিভ লাজে" ইত্যাদি পুনঃ পঠন।)

বিদূ।—এখন উঠুন, দেবী বাসবদত্তা চলে গেছেন, এখন আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন করেন?

রাজা।—(মুখ তুলিয়া) একি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে গেলেন?

বিদূ।—এ তাঁর প্রসন্নভাব নয় তো কি। এখনও যে আমরা অক্ষত শরীরে আছি এতেই তাঁর যথেষ্ট প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্চে।

রাজা।—দূর মূর্খ! তুই আবার উপহাস করচিস্? তো হতেই তো এই সব বিপদ উপস্থিত হল।

দিন দিন প্রণয়ের আদর-যতনে
প্রীতি যাঁর উঠিয়াছে চূড়ান্ত সীমায়,
সেই তিনি দেখিলেন আপন নয়নে
অকৃত-পূর্ব্ব মোর অকার্য্যটি হায়!

সহিতে না পারি' ইহা
প্রিয়া করিবেন আজি প্রাণ বিসর্জ্জন,
বড়ই অসহ্য হয়
উচ্চতম প্রণয়ের দারুণ পতন॥

বিদূ।—দেবী যেরূপ রুষ্ট হয়েছেন, তাতে তিনি কি করেন বলা যায় না। আমার মনে হয় সাগরিকার প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হবে।

রাজা।—সখা আমিও তাই ভাব্‌চি। হা প্রিয়ে সাগরিকে!

বাসবদত্তা-বেশধারিণী সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) ভাগ্যি আমি মহিষীর বেশভূষা পরে-ছিলেম, তাই সঙ্গীত-শালা হতে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি, কেউ আমাকে দেখ্‌তে পায় নি। যাহোক্, এখন কি করি? (সাশ্রুনয়নে চিন্তা)

বিদূ।—মহারাজ! অমন মূঢ়ের মত হতবুদ্ধি হয়ে আছেন কেন? একটা প্রতীকারের উপায় চিন্তা করুন।

রাজা।—সেই বিষয়ই তো চিন্তা করচি। দেবীর প্রসন্নতা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিনে। এখন তবে চল, সেই খানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে মনে মনে বিচার) বরং উদ্‌বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করব, তবু অভিসারের বৃত্তান্ত দেবী জান্‌তে পেরেছেন জেনেও সুসঙ্গতার মত অপমানিত হয়ে জীবন ধারণ করব না। এখন তবে অশোক-তলায় গিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(শুনিয়া) একটু থামুন, একটু থামুন, কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে দেবীর অনুতাপ হও-য়ায় আবার এখানে এসেছেন।

রাজা।—সখা, আমি জানি দেবীর উদার অন্তঃকরণ, দেখ দিকি তাই বা যদি হয়।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

সাগ।—(অগ্রসর হইয়া) এই মাধবীর লতায় ফাঁস তৈরি করে' অশোকগাছে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। পিতা তুমি কোথায়

—মা তুমি কোথায়? এই হতভাগিনী অনাথা তোমাদের কাছে জন্মের মত বিদায় নিচ্চে।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ আবার কে? এই যে দেবী বাসবদত্তা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ রক্ষা করুন রক্ষা করুন, দেবী বাসবদত্তা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করচেন।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া) সখা, কোথায় তিনি—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ যে।

রাজা।—(কণ্ঠ হইতে ফাঁস সরাইয়া) এ কি ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ! এ অকার্য্য কেন করচ প্রিয়ে?

তব কণ্ঠে পাশ হেরি' প্রাণ মোর হল কণ্ঠগত,
স্বার্থ-চেষ্টা পরিহরি' এ কার্য্যেতে হও গো বিরত॥

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া) ও মা! এই যে মহারাজ! (সহর্ষে-স্বগত) একি! এঁকে দেখে যে আবার আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করচে।—না না তা কখনই হবে না। যা হোক্, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—কৃতার্থ হলেম—এখন সুখে মর্‌তে পারব। (প্রকাশ্যে) ছাড় মহারাজ আমাকে ছাড়। এ অভাগিনী পরাধীনা, মরবার এমন অবসর আর পাব না। তুমিও মহারাজ দেবীর নিকট অপনাকে আর অপরাধী কোরো না। (পুনর্ব্বার কণ্ঠে ফাঁস লাগাইতে উদ্যত)

রাজা।—(সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) একি! আমার প্রিয়া সাগরিকা যে! (কণ্ঠ হইতে ফাঁস অপসারিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

ক্ষান্ত হও দুঃসাহসে—এ নহে উচিত,
লতা-পাশ কণ্ঠ হতে ত্যজহ ত্বরিত।

শোনো ওগো প্রাণেশ্বরি
তব কণ্ঠে পাশ হেরি' যায় বুঝি এ মোর জীবন
ক্ষণতরে মোর কণ্ঠে
তব বাহুপাশ দিয়া নিবারো গো তাহারে এখন॥

(বাহুপাশে কণ্ঠ জড়াইয়া স্পর্শ-সুখ অভিনয় পূর্ব্বক বিদূষকের প্রতি) সখা, একেই বলে "বিনা মেঘে বর্ষণ"।

বিদূ।—এইরূপই হয়ে থাকে। তবে, কি না দেবী বাসবদত্তা অকাল-বাদলের মত এসে পড়লে এমনটি আর হয় না।

বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা, অমন করে' মহারাজ আমার পায়ে পড়লেন, তবু তা ভ্রূক্ষেপ না করে' চলে এলেম—এখন মনে হচ্চে, কাজটা বড় নিষ্ঠুর হয়েছে। তাই একবার নিজে গিয়ে তাঁর সাধ্য-সাধনা করব মনে করচি।

কাঞ্চন।—এমন কথা দেবী নৈলে আর কে বল্‌তে পারে? বরং মহারাজ দুর্জ্জনের মত ব্যবহার করতে পারেন—কিন্তু দেবী তা কখনই পারেন না—এই দিক্ দিয়ে দেবি এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

রাজা।—অয়ি সরলে! এখনও আমার প্রতি উদাসীন?—আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবে না?

কাঞ্চ।—(কান পাতিয়া) ঠাকরুণ! নিকটে মহারাজের কথা

শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয় তিনিও আবার সাধ্য-সাধনার জন্য এখানে এসেছেন। তবে ঠাকরুণ এইবার এগিয়ে চলুন।

বাস।—(সহর্ষে) আচ্ছা, উনি না জান্‌তে পারেন, আস্তে আস্তে পিঠের দিকে গিয়ে, গলা জড়িয়ে ধরে' ওঁকে সান্ত্বনা করি।

বিদূ।—ওগো সাগরিকা, চুপ্‌ করে' আছ কেন, এখন প্রাণ-খুলে মহারাজের সঙ্গে কথা কওনা।

বাস।—(শুনিয়া সবিষাদে) কাঞ্চনমালা! এই যে, সাগরিকাও এইখানে আছে দেখ্‌চি। আগে সব শোনা যাক, তার পর ওখানে যাওয়া যাবে এখন। (তথা করণ)

সাগ।—মহারাজ, তোমার এ মিথ্যা আদর দেখিয়ে কাজ কি? তোমার প্রাণাধিকা মহিষীর কাছেই বা আপনাকে কেন আবার অপরাধী করুবে বল দেখি?

রাজা।—দেখ, সাগরিকা তুমি যা বল্‌চ তা ঠিক্ নয়। কেন না—

শ্বাস-প্রশ্বাসের ভরে
কাঁপিলে সে কুচ-যুগ কাঁপি গো অমনি,
মৌন যদি দেখি তাঁরে
সবিনয়ে প্রিয়ভাষে তুষি গো তখনি,
ভ্রূভঙ্গ দেখিলে মুখে
অমনি চরণে তাঁর হই গো পতন,
রাখিতে মহিষী-মান
স্বভাবত করি তাঁর শুশ্রূষা-যতন।
প্রণয়-বন্ধন-হেতু
যেই অনুরাগ মোর হয়েছে বর্দ্ধিত

সেই সে প্রকৃত প্রেম

একমাত্র তোমা পরে করেছি স্থাপিত ॥

বাস।—(নিকটে আসিয়া সরোষে) মহারাজ! এ কথা তোমারি যোগ্য বটে!

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভভাবে) দেবি, আমাকে অকারণে কেন তিরস্কার কচ্চ? বেশ-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে, তোমাকে মনে করেই এখানে এসেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। (চরণে পতন)

বাস।—(সরোষে) ওকি কর মহারাজ—ওঠো ওঠো! এখনও কি মহিষীর মান রাখ্‌বার জন্য এই কষ্ট কচ্চ?

রাজা।—(স্বগত) দেবী এ কথাটাও শুনেছেন দেখ্‌চি। তবে এখন নিরুপায়—উনি যে আবার প্রসন্ন হবেন এ আশাও আর নাই। (অধোমুখে অবস্থান)

বিদূ।—দেবি! বেশ-সাদৃশ্য দেখে মনে করেছিলেম আপনিই বুঝি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই সখাকে আমিই এখানে ডেকে এনেছিলেম। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তো এই লতার ফাঁসটি দেখুন। (লতাপাশ প্রদর্শন)

বাস।—(সকোপে) ওলো কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশ দিয়ে এই ব্রাহ্মণটাকে বেঁধে নিয়ে আয় তো, আর ঐ দুষ্ট মেয়েটাও যেন আগে-আগে যায়।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা ঠাকরুণ (বসন্তকের গলায় লতাপাশ বাঁধিয়া তাড়না)

হতভাগা, এখন আপনার কুকার্য্যের ফলভোগ কর্। "দেবীর দুর্বচনে কান ঝালাপালা হয়ে আছে" তখন যে বলিছিলি এখন সে কথা মনে পড়ে তো? সাগরিকা তুমিও আগে আগে চল।

সাগ।—(স্বগত) হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ, ইচ্ছা-সুখে মরতেও পেলেম না?

বিদূ।—(সবিষাদে) মহারাজ! দেবীর আদেশে বন্ধন-দশায় পড়েছি—এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন মনে থাকে। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত)

(বাসবদত্তা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সাগরিকা ও বসন্তককে ধৃত করিয়া কাঞ্চনমালার সহিত প্রস্থান।)

রাজা।—(সখেদে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দীর্ঘকাল রোষহেতু দেবীর বদনে
নাহি আর সে মধুর মৃদু-স্নিগ্ধ হাসি,
সাগরিকা ত্রস্তা অতি দেবীর তর্জ্জনে,
বসন্তকে লয়ে গেল বাঁধি'গলে ফাঁসি।
সবারই বেদনা প্রাণে যারই মুখে চাই,
ক্ষণকাল তরে হৃদে শান্তি নাহি পাই॥

তবে আর এখানে থেকে কি ফল, এখন অন্তঃপুরেই যাই। দেখি দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন করতে পারি।

(সকলের প্রস্থান।)

সঙ্কেত নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য।—অন্তঃপুর।

রত্নমালা-হস্তে সাশ্রুলোচনে সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—(করুণভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা প্রিয়সখি সাগরিকা! তুমি এমন লজ্জাবতী, সখীজনবৎসলা, উদার-চরিত্র, সৌম্যদর্শন, তুমি কোথায় গেলে?—আমার কথার উত্তর দেও। (রোদন) (ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আরে পোড়া বিধি! তুই কি নিষ্ঠুর!—এমনতর অসামান্য রূপলাবণ্য দিয়ে যদি তাকে প্রথমে নির্ম্মাণ করলি, তবে আবার তার এরূপ অবস্থা কেন করলি বল দিকি? প্রিয়সখী সাগরিকা জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্নমালাটি আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে; আর আমাকে বলে দিয়েছে, কোন একজন ব্রাহ্মণকে এইটি দান করবে। এখন তবে একজন ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করি।

হৃষ্ট হইয়া বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—হি হি হি হি! আজ প্রিয়সখা দেবী বাসবদত্তাকে প্রসন্ন করেছেন; তাই দেবী তুষ্ট হয়ে আমার বন্ধন মোচন করে', স্বহস্তে মেঠাই-মণ্ডা দিয়ে আমার উদরটি পরিপুর্ণ করেছেন; আর, এই এক যোড়া পট্টবস্ত্র, আর এই কানের অলঙ্কারটিও দিয়েছেন। এখন তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে যাই। (পরিক্রমণ)

সুসং।—(রোদন করিতে করিতে সহসা নিকটে আসিয়া) ওগো বসন্তকঠাকুর, একটু দাঁড়াও দিকি।

বিদূ।—(দেখিয়া) একি! সুসঙ্গতা যে! এখানে কাঁদ্চ কেন? সাগরিকা কি আত্মঘাতী হয়েছে?

সুসং। কি হয়েছে বলি শোনো। বেচারা সাগরিকাকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এইরূপ একটা জনরব রাষ্ট্র করে' দিয়ে, অর্দ্ধ রাত্রিতে কোথায় যে তাকে নিয়ে গেলেন কিছুই বল্‌তে পারি নে।

বিদূ।—(সোদ্বেগে) হা! সাগরিকা, তোমার কি অসামান্য রূপ-লাবণ্য, আহা তোমার মুখের কি মৃদু-মৃদু মধুর কথা, তুমি এখন কোথায় গেলে? একবারটি আমার কথার উত্তর দেও। ওঃ! দেবী কি নিষ্ঠুর কাজই করেছেন!

সুসং।—দেখ বসন্তক-ঠাকুর, প্রিয়সখী জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্ন-মালাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এইটি বসন্তক-ঠাকুরকে দিও। তা তুমি এই রত্নমালাটি গ্রহণ কর।

বিদূ।—(সাশ্রুলোচনে সকরুণভাবে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) সুস-ঙ্গতে! তোমার ও কথা শুনে রত্নমালাটি নিতে কি আর হাত সরে? (উভয়ে রোদন)

সুসং। (কৃতাঞ্জলি হইয়া) না, তা হবে না ঠাকুর, অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করতেই হবে।

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেও, মহারাজ সাগরিকার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, এইটি দেখ্‌লেও কতকটা তাঁর সান্ত্বনা হবে।

সুসং।—(বসন্তকের হস্তে রত্নমালা প্রদান)

বিদূ।—(গ্রহণ করত নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) তিনি এই রত্ন-মালাটি কোথায় পেলেন বল্‌তে পার?

সুসং।—ঠাকুর, আমারও কৌতূহল হওয়ায় আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

বিদূ।—তাতে তিনি কি বল্লেন?

সুসং।—তাতে সখী ঊর্দ্ধদিকে চোখ্ করে', নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বল্লেন, "সুসঙ্গতে, এখন তোমার এ কথায় প্রয়োজন কি"—এই বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

বিদূ।—যদিও সাগরিকা নিজ মুখে বলেন নি, তবু এই বহুমূল্য দুর্লভ অলঙ্কারটি দেখে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা। সুসঙ্গতে, মহারাজ এখন কোথায় বল দিকি?

সুসং।—দেখ ঠাকুর, মহারাজ এই মাত্র দেবীর মহল থেকে বেরিয়ে স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে গেলেন। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এখন যাও। আমিও দেবীর সেবায় চল্লেম। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে রাজা আসীন।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া)

কত রূপ ছল করি'
তাঁর কাছে শপথ করিনু শত শত,
যোগাইয়া মন তাঁর
প্রিয়-বাক্য বলি' তাঁরে তুষিলাম কত,
অপ্রতিভ কত যেন
তাঁহার চরণ-তলে হইনু পতন,

সখীরা বলিল কত
তবু তাঁর প্রসন্নতা পেনু না তখন।
রোদন করিয়া এবে
অশ্রুজলে কোপ দেবী করিলা ক্ষালন॥

(সোৎকণ্ঠে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেবী তো এখন প্রসন্ন হয়েছেন, এখন কেবল সাগরিকার চিন্তাতেই আমার মন ব্যাকুল।

পঙ্কজ-কোমল-তনু সেই মোর প্রিয়া,
আলিঙ্গিনু তারে নব অনুরাগ ভরে,
দ্রব হয়ে মদনের শর-ছিদ্র দিয়া
পশিল সে তনু যেন প্রাণের ভিতরে॥

(চিন্তা করিয়া) হায়! আমার বিশ্রাম-স্থান যে বসন্তক, তাকেও দেবী আট্‌কে রাখ্‌লেন—এখন তবে কার কাছে অশ্রু মোচন করি?

বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—(পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখা—উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হয়ে, মুখশ্রীর লাবণ্য যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত আরও বৃদ্ধি হয়েছে—এইবার তবে নিকটে যাই।

(নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্! দেবীর হাতে পড়েও আপনাকে যে আবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম এই আমার পরম ভাগ্যি।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে, বসন্তক এসেছ যে; এসো সখা আমাকে আলিঙ্গন কর।

বিদূ।—(আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন মহারাজ, দেবী আমার পরে আজ বড় প্রসন্ন।

রাজা।—তোমার বেশভূষাতেই দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এখন বল দিকি, সাগরিকার সংবাদ কি।

বিদূ।—(অপ্রতিভ ভাবে অধোমুখে অবস্থান)

রাজা।—সখা, বল্‌চ না যে?

বিদূ।—অপ্রিয় সংবাদ, তাই বল্‌তে পারচিনে মহারাজ।

রাজা।—(সোদ্বেগে শশব্যস্ত হইয়া) অপ্রিয় কিরূপ সখা? তবে কি সত্যই প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছেন? হা! প্রিয়ে সাগরিকে! (মূর্চ্ছা)

বিদূ।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) মহারাজ, শান্ত হোন, শান্ত হোন্।

রাজা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে)

বলি শোন্ প্রাণ ওরে!
যা চলি' ছাড়িয়া মোরে—নরাধম আমি,
গেল যেথা প্রিয়া মোর
দয়া করি' শীঘ্র তাঁর হ' রে অনুগামী।
না যাস্ যদি রে মূঢ়,
পড়ে' থাক্ হেথা হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ,
গজেন্দ্র-গামিনী ধনী
এতক্ষণে গেল চলি' বহুদূর পথ॥

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, অন্য কিছু ভাব্‌বেন না, সে হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এইরূপ লোকমুখে শোনা যাচ্চে, তাই বল্‌ছিলেম অপ্রিয় সংবাদ।

রাজা।—কি ?—উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন ? আশ্চর্য্য ! আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি দেবীর ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই। সখা কে তোমাকে এ কথা বল্লে ?

বিদূ।—সুসঙ্গতা। তা ছাড়া, সাগরিকা এই রত্নমালাটি কি উদ্দেশে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তা জানি নে।

রাজা।—আর কি উদ্দেশ্য—আমার সান্ত্বনার জন্য পাঠিয়েছেন। আচ্ছা সখা দেওদিকি দেখি।

বিদূ।—(রত্নমালা প্রদান)

রাজা।—(গ্রহণ করত রত্নমালাটি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন)

কণ্ঠ-আলিঙ্গন লভি'
পুন সেই কণ্ঠ হতে হয়েছে স্খলিত,
তুল্যাবস্থা কিনা মোর,
তাই সখী-সম মোরে করে আশ্বাসিত ॥

সখা, এইটি তুমি গলায় পর, তা দেখেও আমার কতকটা সান্ত্বনা হবে।

বিদূ।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (কণ্ঠে পরিধান)

রাজা।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, প্রিয়ার সঙ্গে আমার আর এ জন্মে দেখা হবে না।

বিদূ।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন করিয়া) মহারাজ অত চেঁচিয়ে কথা কবেন না ; কি জানি, দেবীর লোকজন যদি এখানে কেউ থাকে।

বেত্র-হস্তা প্রতীহারী বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্। সেনাপতি

রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা কি একটা কথা নিবেদন কর্‌বার জন্য দ্বারে উপস্থিত।

রাজা।—তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বিজয়বর্ম্মার সহিত পুনঃ প্রবেশ) মহারাজ, বিজয়বর্ম্মা এসেছেন (বিজয়বর্ম্মার প্রতি) মহাশয় আপনি মহারাজের সম্মুখে এগিয়ে যান।

বিজয়।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! সৌভাগ্যক্রমে রুমণ্বান্ বিজয়ী হয়েছেন।

রাজা।—(পরিতুষ্ট হইয়া) বিজয়বর্ম্মন্! কোশল-রাজ্য কি জয় হয়েছে?

বিজয়।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের প্রবলপ্রতাপে জয় হয়েছে।

রাজা।—সাধু রুমণ্বান্ সাধু! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি একটি বৃহৎ কার্য্য সমাধা করেছ। বিজয়বর্ম্মন্ এখন বল, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুন্‌তে চাই।

বিজয়।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমরা প্রথমে তো মহারাজের আদেশ-অনুসারে এখান হতে নির্গত হই। তার পর, কিছু দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক গজ-অশ্ব-পদাতি প্রভৃতি দুর্জয় বৃহৎ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, যেখানে কোশল-রাজ অবস্থিতি করছিলেন সেই বিন্ধ্যগিরি-দুর্গের দ্বার অবরোধ করে' সেইখানেই সৈন্য-সন্নিবেশ করা গেল।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বিজয়।—তার পর, রুমণ্বানের এই আক্রমণ-স্পর্দ্ধা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, কোশল-রাজ মহা দর্পে হস্তি-ভূয়িষ্ঠ নিজ অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করলেন।

বিদূ।—ওগো চটপট্ করে' বলে' ফ্যালো না, আমার বুকটা যে
ধড়াস্ ধড়াস্ করচে।

রাজা।—তার পর, তার পর ?

বিজয়।—তার পর কোশল-রাজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে

বিন্ধ্য হতে বাহিরিয়া
করিতে সম্মুখ যুদ্ধ হৈলা উপস্থিত,
অসংখ্য পদাতি-গজে
দ্বিতীয় বিন্ধ্যের সম করিলা বেষ্টিত॥
হেনকালে রুমণ্বান্
গজ-পৃষ্ঠে শত্রু-মাঝে পড়িলা ঝাঁপিয়া,
মদমত্ত গজরাজ
চলিল অরাতি-দলে চরণে দলিয়া।
হানিতে হানিতে বাণ
জয়াশায় রুমণ্বান চলিলেন রুথে,
মুহূর্ত্তের মাঝে তিনি
হইলেন উপস্থিত নৃপতি-সম্মুখে॥

শস্ত্রাঘাতে শিরস্ত্রাণ করি' লণ্ডভণ্ড,
শত্রু-মুণ্ড মুহূর্ত্তে করিলা খণ্ড খণ্ড।
রক্তনদী বহে গেল, অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা,
ছুটিল কবচ হতে আগুনের কণা,
মুখ্য-সৈন্য হলে নষ্ট, আহ্বানিলা নৃপে দর্প-ভরে——

রাজা।—কি বলিলে ?—মুখ্য-সৈন্য নষ্ট মোর সম্মুখ-সমরে ?

বিজয়।—একা বধিলেন সেই গজারোহী ভূপে শত শরে॥

বিদূ।—জয় মহারাজের জয়! আমাদের জয়—আমাদের জয়!

(নৃত্য)

রাজা।—সাধু কোশল-পতি সাধু! শ্লাঘ্য তোমার মৃত্যু, যখন শত্রু-রাও তোমার এইরূপ পৌরুষের প্রশংসা করচে। তার পর—তার পর?

বিজয়।—মহারাজ! তার পর রুমণ্বান্ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়-বর্ম্মাকে কোশল-রাজ্যে স্থাপন করে', শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হস্তি-ভূয়িষ্ঠ অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে এইদিকে যাত্রা করলেন। বোধ করি তিনি আগত-প্রায়।

রাজা।—বসুন্ধরে, যৌগন্ধরায়ণকে বল, বিজয়বর্ম্মাকে আমার প্রসাদ-স্বরূপ যথোচিত পারিতোষিক যেন তিনি প্রদান করেন।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(বিজয়বর্ম্মার সহিত প্রস্থান)

কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

কাঞ্চ।—দেবী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "যাও কাঞ্চনমালা, এই যাদুকরকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাও" (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এই যে মহারাজ। এখন তবে ঐখানে এগিয়ে যাই।

(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ, দেবী আমাকে এই আজ্ঞা করলেন, "উজ্জয়িনী থেকে সম্বর-সিদ্ধি নামে একজন যাদুকর এসেছে, তা কাঞ্চনমালা তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও।" তাই মহারাজ আমি এসেচি।

রাজা।—যাদুকরকে শীঘ্র নিয়ে এসো, আমার তাকে দেখ্‌তে ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া চামর-ধারী যাদু-করকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

কাঞ্চ।—এই দিকে মহাশয় এই দিকে।

যাদুকর।—(পরিক্রমণ)

কাঞ্চ।—ইনিই মহারাজ সেই যাদুকর। (যাদুকরের প্রতি) আপনি মহারাজের সাম্‌নে এগিয়ে যান্।

যাদুকর।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (ময়ূর পুচ্ছের চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিবিধ প্রকারে হাস্য করিয়া)

যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি ঐন্দ্রজাল নাম,
যাঁহার প্রসাদে এবে সুপ্রতিষ্ঠ মোর যশো মান,
সেই ইন্দ্রে "সম্বর"-অসুরে দোঁহে করি গো প্রণাম॥

মহারাজ আজ্ঞা করুন কি করতে হবে—

ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ,
সলিলে অনল কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঁঝ,
বলুন কি ঘটাব বলুন মহারাজ,
এখনি হইবে সিদ্ধ নিমেষের মাঝ॥

অথবাঃ—

বহু বাক্য-আড়ম্বরে কিবা বল কাজ?
যা কিছু হৃদয়ে বাঞ্ছা দেখিবারে আজ
এখনি সে বস্তু হেথা দেখিবারে পাবে,
—এখনি আনিয়া দিব মন্ত্রের প্রভাবে॥

বিদূ।—মহারাজ, মনোযোগ দিয়ে দেখুন। যেরূপ বাক্যাড়ম্বর দেখ্‌ছি, ও তো সবই করতে পারে।

রাজা।—দেখ বাপু তুমি একটু অপেক্ষা কর। কাঞ্চনমালা তুমি দেবীকে গিয়ে বল, "তোমার সেই যাদুকরটি এসেছে—আর এখানকার সমস্ত লোক জনকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুমি এখানে এসো, দুজনে আমরা একত্র বোসে এই ভোজবাজি দেখ্‌ব"।

কাঞ্চ—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বাসবদত্তার সহিত প্রবেশ।)

বাস।—দেখ্ কাঞ্চনমালা, যাদুকরটি উজ্জয়িনী থেকে এসেছে বোলেই ওর উপর আমার এত টান্।

কাঞ্চ!—বাপের বাড়ির লোকদের উপর ঠাকরণের খুব আদর যত্ন আছে কি না, তাই। এই দিক্ দিয়ে ঠাকরণ এই দিক্ দিয়ে।

কাঞ্চ।—মহারাজ, দেবী এসেছেন। (বাসবদত্তার প্রতি) আসুন দেবি।

বাস।—(সম্মুখে আসিয়া) জয়হোক্!

রাজা।—দেবি! এ লোকটাতো নানাপ্রকার আস্ফালন করচে—এসো এখন এইখানে বোসে ওর কাণ্ড-কারখানা সব দেখা যাক্।

বাস।—(উপবেশন)

রাজা।—বাপু, এইবার তবে ভোজ-বাজি আরম্ভ করে দেও।

যাদুকর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করত চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে)

হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
আর ওই দেবরাজে করি যে দর্শন।

সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি, সুর-বধূ-সাথে
ওই দেখ শূন্যে সব নৃত্যামোদে মাতে ॥

(সকলের সবিস্ময়ে দর্শন)

রাজা ।—(ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসন হইতে অবতরণ) আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

বিদূ ।—বাহবা ! বাহবা !

রাজা ।—দেখি,

ওই দেখ ব্রহ্মা বসি' সরোজ-আসনে,
শশাঙ্ক-শেখর ওই শঙ্কর গগনে ।
ধনু অসি গদা চক্র চিহ্ন যাঁর চারি
সেই বিষ্ণু চতুর্ভুজে ওই যে নেহারি ।
ওই ইন্দ্র ঐরাবতে—আর যত সুর
নাচে সুরাঙ্গনা-সাথে—চরণে নূপুর ॥

বাস ।—আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

বিদূ ।—(মুখ ফিরাইয়া অন্যের অগোচরে) আরে বেটা ! দেবতা অপ্‌সরা এ সব দেখিয়ে কি হবে, যদি মহারাজকে তুষ্ট করতে চাস্ তবে সাগরিকাকে এনে দেখা ।

বসুন্ধরার প্রবেশ ।

বসু ।—(রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্ ! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের নিবেদন এই, "বিক্রমবাহু তাঁর প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে এখানে পাঠিয়েছেন, এখন দিব্য অবসর-সময়

এই সময়ে তাঁকে দর্শন দেওয়া মহারাজের কর্ত্তব্য, আমিও কার্য্য শেষ করে' এখনি আস্‌চি"।

বাস।—মহারাজ! এই ভোজবাজিটা এখন থামিয়ে দেও। মাতুল-গৃহ হতে অমাত্য-প্রধান বসুভূতী এসেছেন, তাঁকে মহারাজের একবার দর্শন দিতে হবে"।

রাজা।—আচ্ছা, দেবি, তাই হবে। (যাদুকরের প্রতি) বাপু, এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।

যাদুকর।—(পুনর্ব্বার চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে) যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিতে করিতে) আমার আর একটি খেলা আছে, মহারাজকে তা অব্যিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে।

রাজা।—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।

বাস।—কাঞ্চনমালা, ওকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সমুচিত পারি-তোষিক দিতে বল।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা দেবি। (যাদুকরের সহিত প্রস্থান)

রাজা।—বসন্তক তুমি এগিয়ে গিয়ে যথোচিত সমাদরের সহিত বসু-ভূতিকে এখানে নিয়ে এসো।

বিদূ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—এই দিক দিয়ে অমাত্যবর এই দিক্ দিয়ে।

বসু।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া) অহো! বৎসেশ্বরের কি অতুল প্রভাব!

রাজার বিজয়-হস্তী
আর তাঁর প্রিয় অশ্বগণে
হেরিয়া বিস্মিত আমি,
বিমোহিত সঙ্গীত শ্রবণে।

দেখে এনু রাজসভা দাঁড়ায়ে নীরবে।
বিস্ময়ে দেখেছি বটে সিংহল-বিভবে,
তবু এ প্রকোষ্ঠ-দেশে দ্বারস্থ হইয়া
গ্রাম্য-সম কুতূহলী আছি দাঁড়াইয়া॥

বাভ্রব্য।—(স্বগত) অনেক দিনের পর প্রভুকে আজ দেখ্‌ব। আমার এমনি আনন্দ হচ্চে, যে কি বল্‌ব। মনে হচ্চে যেন আমার কি এক প্রকার অবস্থান্তর উপস্থিত।

ভৃত্য-ভাবোচিত ভয়ে
বার্দ্ধক্যের কম্প আরো অধিক প্রকাশ।
একেতো অস্পষ্ট দৃষ্টি
আনন্দাশ্রু-বারি ঝরি' আরো দৃষ্টি-নাশ।
একেতো স্খলিত বাণি
গদগদ ভাবে আরো জড়াইয়া যায়,
জড়তা না করি' দূর
বরং এ আনন্দ হল জরার সহায়॥

বিদূ।—(অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই দিকে অমাত্যবর এই দিকে।

বসু।—(বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া তাহাকে চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমার মনে হয়, এটি সেই রত্নমালা যা মহারাজ রাজকুমারীকে যাবার সময়ে দিয়েছিলেন।

বাভ্র।—আজ্ঞা হাঁ, সেই রকমটি মনে হচ্চে বটে। তবে কি বসন্তককে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌ব কোথা থেকে এটি পেলেন?

বিদূ।—(রাজাকে দেখাইয়া) ইনিই বৎসরাজ, অমাত্যবর সম্মুখে এগিয়ে যান্‌।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় মহারাজের জয় !

রাজা।—(গাত্রোত্থান করিয়া) প্রণাম অমাত্যবর।

বসু।—প্রভূত কল্যাণ হোক্ !

রাজা।—অমাত্যের জন্য আসন—আসন।

বিদূ।—(আসন আনিয়া) এই যে আসন। বস্‌তে আজ্ঞা হোক্ অমাত্যবর।

বসু।—(উপবেশন)

কঞ্চু।—মহারাজ, বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজা।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) বাভ্রব্য এইখানে বোসো।

কঞ্চু।—(বসিয়া) দেবি ! বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিদূ।—অমাত্যবর ! দেবী বাসবদত্তা আপনাকে প্রণাম কর্‌চেন।

বাস।—প্রণাম, আর্য্য !

বসু।—আয়ুষ্মতি ! বৎস-রাজ-সদৃশ পুত্রলাভ কর।

রাজা।—আর্য্য বসুভূতি ! মহারাজ সিংহলেশ্বরের সমস্ত কুশল তো ?

বসু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) মহারাজ হতভাগ্য আমি কি বল্‌ব জানি না। (অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সবিষাদে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! না জানি এখন বসুভূতী কি বল্‌বেন।

রাজা।—বসুভূতি ! বল কি হয়েছে—আমাকে আর উৎকণ্ঠিত কোরো না।

বাভ্র।—(চুপি চুপি) কিছুকাল পরে যা বল্‌তেই হবে তা এখনই কেন বলুন না।

বসু।—(সাশ্রু লোচনে) মহারাজ কিছুতেই সে কথা বল্‌তে পার্‌চিনে—তবু, না বলেই বা করি কি। শুনুন তবে। একজন

সিদ্ধপুরুষ শুণে বলেছেন, রত্নাবলী নামে সিংহলেশ্বরের দুহি-
তার যিনি পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন

রাজা।—তার পর ?—তার পর ?

বসু।—সেই বিশ্বাসে যৌগন্ধরায়ণ মহারাজের জন্য সিংহল-রাজের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করেন কিন্তু পাছে বাসবদত্তার মনে কষ্ট হয়, তাই বৎস-রাজকে কন্যাদান করতে তিনি সম্মত হলেন না।

রাজা।—(চুপি চুপি) দেবি, তোমার মাতুলের অমাত্য এসব কি অলীক কথা বল্‌চেন ?

বাস।—(মনে মনে বিচার করিয়া) মহারাজ জানি না এস্থলে কার কথা অলীক।

বিদূ।—তার পর কি হল ?

বসু।—তার পর, দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করে-ছেন এই কথা যৌগন্ধরায়ণ সিংহল-বাসীদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে পরে বাভ্রব্যকে সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বাভ্রব্য গিয়ে পুনর্ব্বার রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের সহিত একেবারে সম্বন্ধ লোপ না হয় এই মনে করে' সিংহলেশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করে' কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন। তার পর মহারাজকে সম্প্রদান করবার জন্য রত্নাবলীকে এইখানে নিয়ে আস্‌ছিলেম, এমন সময়ে সমুদ্র-পথে অর্ণব-যান ভগ্ন হওয়ায় তিনি জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হলেন। (কাঁদিতে কাঁদিতে অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে) হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ। রত্নাবলী হতভাগিনী ভগিনী আমার, তুমি এখন কোথায় ?—আমার কথার উত্তর দেও।

রাজা।—দেবি ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। দৈবের গতি বোঝা ভার। তার সাক্ষী দেখনা কেন, পোতভগ্ন হয়েও এঁরা অক্ষত শরীরে আবার ফিরে এসেছেন। (বসুভূতী ও বাভ্রব্যকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া)

বাস।—সে কথা ঠিক্—কিন্তু আমার কি তেমন কপাল ?

রাজা।—(চুপি চুপি) বাভ্রব্য, এ কি ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

বাভ্র।—মহারাজ ঐ শ্রবণ করুন ঃ—

(নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল)

("আগুন লেগেছে"—"আগুন লেগেছে'' ইত্যাদি।)

হর্ম্ম্যোপরি জ্বলে শিখা
কনক-শিখর শোভা ধরি',
জ্বলিয়া উদ্যান-তরু
তীব্র তাপে দিক যায় ভরি'।
কোথাও বা ক্রীড়া-গিরি
ধূম-যোগে জলদ-শ্যামল,
দাহ-ভয়াকুলা নারী,
অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।
"দেবী দগ্ধ অগ্নিদাহে"
যে কথা সিংহলে প্রচারিত
সত্য ক'রে' তুলি' তাহা
যেন এই অগ্নি সমুত্থিত॥

(সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দর্শন)

রাজা।—কি ?—অন্তঃপুরে অগ্নি ? (ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া) কি ?—বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন ?

বাস।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! পার্শ্বে দেবী বসে আছেন, ভয়-ব্যাকুল হয়ে আমি তা লক্ষ্য করিনি।

(দেবীর হস্তগ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন)

দেবি! ভয় নাই ভয় নাই।

বাস।—মহারাজ আমি আমার নিজের জন্য বল্‌চিনে। আমি নির্দ্দয় হয়ে সাগরিকাকে এখানে শৃঙ্খল-বদ্ধ করে' রেখেছি—তারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রাজা।—কি! দেবি, সাগরিকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত? এখনি আমি যাচ্চি।

বসু।—মহারাজ, অকারণে কেন আপনি পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করচেন ?

বাভ্রব্য।—মহারাজ! বসুভূতি ঠিক্‌ই বলেছেন।

বিদূ।—(রাজার উত্তরীয় ধরিয়া) মহারাজ ওরূপ দুঃসাহসের কাজ করবেন না করবেন না।

রাজা।—(উত্তরীয় ছাড়াইয়া লইয়া) আরে মূর্খ, সাগরিকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা দেখেও এখন আমি নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করব ? (অনলে প্রবেশ ও ধূমে অভিভূত)

ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও

ধূমোদ্‌গার কোরো না অনল!

বল দেখি কেন তুমি
প্রকটিছ শিখার মণ্ডল ?
প্রলয়-দহন-সম
প্রিয়ার বিরহ-দাহে দগ্ধ যেই জন
বল দেখি হে অনল
কি তার করিতে পার করিয়া দহন ?

দাস।—হা একি হল! আমার কথায় উনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ্ দিলেন ? আমি আর কেন তবে থাকি, আমিও ওঁর সঙ্গে যাই।

বিদূ—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া) আমিও তবে পথ-প্রদর্শক হয়ে আগে আগে যাই।

বসু।—কি! বৎসরাজ অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন ? রাজকুমারীর এই বিপদ দেখে আমিই বা কি করে' নিশ্চেষ্ট থাকি—ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আমিও তবে আপনাকে আহুতি দি।

কঞ্চু।—(সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ! কেন অকারণে ভরত-কুলকে সংশয়ের তুলাদণ্ডে নিঃক্ষেপ করচেন ? অথবা বৃথা বচসায় কাজ কি, আমিও প্রভুভক্তির অনুরূপ কাজ করি।

(সকলের অগ্নি-প্রবেশ।)

রাজা।—(দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া) এরূপ অবস্থায় আমার শুভফল কিরূপে ঘট্‌বে ? (সম্মুখে অবলোকন এবং হর্ষ ও উদ্বেগ-সহকারে) এই যে! সাগরিকা অগ্নির নিকটবর্ত্তী, আমি এখনি গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করি।

শৃঙ্খল-বদ্ধা সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আ বেশ হয়েছে! চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—আজ আমার কষ্টের অবসান হবে।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) দেখ প্রিয়ে! আমার প্রতি তুমি কি এখনও উদাসীন?

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) এ কি, আমার প্রাণেশ্বর যে—এঁকে দেখে আবার যে আমার বাঁচবার ইচ্ছে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রক্ষা কর - রক্ষা কর!

রাজা।—ক্ষণকাল সহ্য কর,

হতেছে বহুল ধূমোদ্গম।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

হায় হায়! জ্বলিতেছে

স্তন হতে স্খলিত বসন।

(দেখিয়া)

বারম্বার কেন তুই হোস্ রে স্খলিত?

(সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

একি প্রিয়ে! এখনো যে তুমি শৃঙ্খলিত।

চল চল নিয়ে যাই তোমারে সত্বর,

আমা-পরে কর ন্যস্ত শরীরের ভর॥

(কণ্ঠে লইয়া নিমীলিত নয়নে স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

অহো! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত সন্তাপ দূর হল! প্রিয়ে! আর কোন ভয় নাই।

দেখ প্রিয়ে !

অগ্নি লাগিলেও গাত্রে দহনে অক্ষম,
তব স্পর্শে সর্ব্ব তাপ হয় উপশম ॥

(নেত্র উন্মীলিত করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)

কি আশ্চর্য্য !

কোথায় সে অগ্নিকাণ্ড ?—না দেখি তো আর,
অন্তঃপুর ধরে যেগো পূর্ব্বেরি আকার ॥

(বাসবদত্তাকে দেখিয়া)

কোথায় প্রিয়া ?—এ কি ! এ যে অবন্তি-রাজ-দুহিতা বাসবদত্তা !

বাস।—(রাজার শরীর স্পর্শ করিয়া সহর্ষে) আ বাঁচা গেল ! মহারাজের শরীর বেশ অক্ষত আছে।

রাজা।—এই যে বাভ্রব্য !

বাভ্রব্য।—মহারাজের জয় হোক্ ! কি সৌভাগ্য ! আমরা সবাই বেঁচে গিছি !

রাজা।—এই যে বসুভূতি !

বসু।—মহারাজের কি সৌভাগ্য !

রাজা।—এই যে সখা !

বিদূ।—মহারাজের জয়-জয়কার হোক্ !

রাজা।—(মনে মনে বিচার করিয়া)

এ কি ব্যাপার ?—কিছুইতো বুঝ্‌তে পারচিনে—একি স্বপ্ন-বিভ্রম, না ইন্দ্রজাল ?

বিদূ ।—দেখুন মহারাজ, কিছু মাত্র সন্দেহ নেই, এ নিশ্চয় সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার । মনে নেই মহারাজ ?—সে যাদুকর ব্যাটা বলেছিল "আমার আর একটা খেলা আছে, তা মহারাজের অবিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে" ।—এই সেই খেলা আর কি ।

রাজা ।—দেবি ! তোমার আদেশ-ক্রমেই সাগরিকাকে এখানে আনা হয়েছে ।

বাস ।—(হাসিয়া) মহারাজ ! সে সব আমি জানি ।

বসু ।—(সাগরিকাকে দেখিয়া চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমাদের রাজকুমারীর সহিত এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে না ?

বাভ্র ।—হাঁ, আমারও তাই মনে হয় ।

বসু ।—(প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) এই কন্যাটি কোথা হতে পেলেন মহারাজ ?

রাজা ।—দেবী জানেন ।

বসু ।—দেবি ! এই কন্যাটিকে কোথা হতে পেলেন ?

বাস ।—দেখ অমাত্য, সাগর হতে পাওয়া গেছে এই কথা বোলে যৌগন্ধরায়ণ এঁকে আমার হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন । তাই একে আমরা সাগরিকা বলে ডাকি ।

রাজা ।—(স্বগত) কি ?—যৌগন্ধরায়ণ মহিষীর হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন ? আমাকে না জানিয়ে তিনি কি কিছু করবেন ?

বসু ।—(চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, বসন্তকের গলায় রত্নমালা ও সাগরিকাকে সাগর হতে পাওয়া—এ দুটোই মিল্‌চে, অতএব ইনিই নিশ্চয় সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী । (নিকটে আসিয়া প্রকাশে) বৎসে রাজকুমারি রত্নাবলি ! তোমার এই-রূপ অবস্থা হয়েছে ?

সাগ।—(বসুভূতিকে দেখিয়া সাশ্রু লোচনে) এ কি! অমাত্য বসুভূতি যে!

বসু।—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—আমি কি হতভাগ্য!

(ভূতলে পতন)

সাগ।—হা! পিতা তুমি কোথায়?—মা তুমি কোথায়?—এই হতভাগিনীর কথার উত্তর দেও। (ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা)

বাস।—(শশব্যস্ত ভাবে) কঞ্চুকি! ইনিই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী?

কঞ্চুকী।—হাঁ দেবি!

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) শান্ত হও বোন্ শান্ত হও।

রাজা।—কি? মহাকুল-সম্ভব সিংহলেশ্বর বিক্রম-বাহুর ইনি আত্মজা?

বিদূ।—(রত্নমালা দেখিয়া স্বগত) আমি প্রথমেই বুঝেছিলেম, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার কখনই হতে পারে না।

বসু।—(গাত্রোত্থান করিয়া) শান্ত হও রাজকুমারি! শান্ত হও। ঐ দেখ তোমার জন্য তোমার ভগিনী কত কাতর হয়েছেন। ওঁকে তুমি একবার আলিঙ্গন কর।

রত্না।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া ও রাজাকে আড়-চক্ষে দেখিয়া স্বগত) আমি কত অপরাধ করেছি—এখন কি করে' দেবীর কাছে মুখ দেখাব?

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে বাহু প্রসারণ করিয়া) এসো বোন্ এসো—আমি তোমার প্রতি কত নিষ্ঠুরতা করেছি—সে সব ভুলে গিয়ে এখন আমাকে ভগিনীর স্নেহ-চক্ষে একবারটি দেখ। (কণ্ঠ আলিঙ্গন)

(রত্নাবলীর পদস্খলন)

বাস।—(চুপি চুপি) দেখ মহারাজ, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, এর বন্ধনটা শীঘ্র খুলে দেও।

রাজা।—(সপরিতোষে) এখনি খুলে দিচ্চি।

(সাগরিকার বন্ধন মোচন)

বাস।—যৌগন্ধরায়ণই আমার এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার মূল। কারণ, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জেনেও আমাকে কিছু বলেন নি।

যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ।

যৌগ।—(স্বগত)

আমার বচন শুনি'
সাগরিকায় মহিষী দিলেন আশ্রয়,
সপত্নীরে জুটাইয়া
দেবীরে বিচ্ছেদ-কষ্ট দিলাম নিশ্চয়।
হলে প্রভু পৃথ্বীপতি
অবশ্য দেবীর হবে আনন্দ তখন,
তবুও লজ্জায় আমি
কিছুতে পারিতেছি না দেখাতে বদন ॥

অথবা কি করা যায়, আমি যেরূপ স্বামি-ভক্তি-ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধেও স্বামীর হিতসাধনে নিরস্ত থাকা যায় না।

(নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে মহারাজ, এইবার তবে নিকটে যাই। (সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (পদতলে পড়িয়া) আমি একটা কাজ মহারাজকে না জানিয়েই করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা।—না জানিয়ে কি কাজ করেছ মন্ত্রি আমাকে বল।

যৌগ।—মহারাজ আসন গ্রহণ করুন, আমি সমস্ত নিবেদন করচি।

(রাজার সহিত সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

যৌগ।—মহারাজ শুনুন তবে। একজন সিদ্ধ-পুরুষ এই ভবিষ্য-দ্বাণী করেন যে, যিনি সিংহলেশ্বরের এই দুহিতার পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন। সেই কথায় বিশ্বাস করে' আমি মহারাজের জন্য সিংহলেশ্বরের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করি, কিন্তু দেবী বাসবদত্তার মনোবেদনা হবে বোলে তিনি কিছুতেই তাতে সম্মত হন নি।

রাজা।—তখন তুমি কি করলে?

যৌগ।—(সলজ্জভাবে) তখন, দেবী বাসবদত্তা গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়েছেন, সিংহলবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব রটিয়ে দিয়ে, বাভ্রব্যকে সিংহলেশ্বরের নিকট পাঠিয়ে দিলেম।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তার পর কি হল আমি শুনেছি। কিন্তু কি মনে করে' সাগরিকাকে দেবীর হস্তে অর্পণ করলে বল দিকি?

বিদূ।—আমাকে না বল্লেও আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছি, অন্তঃপুরে থাক্‌লে সহজে মহারাজের চোখে পড়বে কি না, তাই আর কি।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার অভিপ্রায় বসন্তক ঠিক্‌ই বুঝেছেন।

যৌগ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আমার মনে হয়, এই ভোজবাজির ব্যাপারটাও তোমার মন্ত্রণাতেই হয়েছে।

যৌগ।—মহারাজ এইরূপ কৌশল না করলে, অন্তঃপুরে শৃঙ্খলবদ্ধা

সাগরিকাকে মহারাজই বা কি করে' দেখ্‌বেন, আর বসুভূতি পূর্ব্বে যাকে কখনও দেখেন নি, তিনিই বা কি করে তাঁকে চিন্‌তে পারবেন? (হাসিয়া) এখন দেবীতো ওঁকে ভগিনী বোলে জান্‌তে পেরেছেন, এখন ভগিনীর প্রতি দেবীর যা কর্ত্তব্য দেবী তা করুন।

বাস।—(সস্মিত) অমাত্য-মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন "রত্নাবলীকে তুমি এইবার মহারাজের হাতে সমর্পণ কর"।

বিদূ।—দেবি, আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিক্‌ই বুঝেচেন।

বাস।—(হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া) এসো রত্নাবলি, এসো। তুমি আর আমার সপত্নী নও—তুমি এখন আমার ভগিনী, এসো।

(স্বকীয় আভরণে সাগরিকাকে ভূষিত করিয়া এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, রাজার সমীপে আগমন)

মহারাজ, এই নেও, রত্নাবলীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলেম।

রাজা।—(সহর্ষে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দেবীর প্রসাদ কেনা সাদরে গ্রহণ করে? (সাগরিকাকে গ্রহণ)

বাস।—দেখ মহারাজ, এঁর জ্ঞাতি-কুটুম্ব দূরদেশে আছেন, এঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে যাতে উনি তাঁদের স্মরণ করবার অবসর পর্য্যন্ত না পান।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

বিদূ।—(সহর্ষে নৃত্য) হি হি হি হি! মহারাজের জয় হোক্! এতক্ষণে সমস্ত পৃথিবীটা সখার হস্তগত হল।

বসু।—রাজকুমারি, দেবী বাসবদত্তাকে প্রণাম কর।

রত্নাবলী।—(তথা করণ)

বাভ্র।—দেবি! যথার্থই আপনি দেবী শব্দের বাচ্য।

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) রত্নাবলি! আজ হতে তুমিও দেবী-পদে অভিষিক্ত হলে।

বাভ্র।—এখন আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হল।

যৌগ।—এখন বলুন, মহারাজের আর কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

রাজা।—এর পর প্রিয় কার্য্য আর কি হতে পারে?

হলেন বিক্রম-বাহু আত্মীয় আমার,
লভিলাম প্রিয়া মোর—অবনীর সার,
—সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের যিনি গো নিদান,
দেবীও ভগিনী-লাভে হরষিত-প্রাণ।

হইল কোশল জয়,
থাকিতে গো তোমা-সম অমাত্য-প্রবর
কি আছে অভাব মোর
যার তরে লালায়িত হইবে অন্তর?

যা হোক্, এখন এই মাত্র প্রার্থনা ঃ—

ইন্দ্রদেব যথা-কালে বরষিয়া জল
করুন্ প্রচুর শস্যে পূর্ণ ধরাতল।
ইষ্ট-যাগে সদ্‌বিপ্র তুষুন দেবগণে,
কাটুক সুখেতে কাল সজ্জন-সঙ্গমে।
বজ্রবৎ সুদুর্জয় খল-বাক্য-বাণ
নিঃশেষ হইয়া যেন করে অন্তর্ধান।

ইতি রত্নাবলী সমাপ্ত।